Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Magh 10, 1432 Bangla, January 24, 2026, Saturday, No. 24, 56th year

H I G H L I G H T S

Chief Adviser Professor Muhammad Yunus has said the February 12 general elections would set a benchmark for all future polls in Bangladesh. [Jago FM: 15]

There is a growing surge of public opinion in favour of the "yes" vote across the country--- said Shafiqul Alam, press secretary to the chief adviser. [Jago FM: 14]

BNP Chairman Tarique Rahman promised to resolve various social problems like creating employment for youth, developing agriculture & infrastructure & rehabilitating slum dwellers if his party come to power. [Jago FM: 17]

NCP convenor Nahid Islam said if there are any plans to seize & seal polling stations, forget those plans, those plans will not succeed. His party will guard polling stations & bring the real victory of people. [Jago FM: 15]

Bangladesh Jamaat-e-Islami Ameer Dr. Shafiqur Rahman has assured that his party intends to build a people-friendly country if they come in power. [Jago FM: 16]

Prominent poet and political thinker Farhad Mazhar has described reported policy engagement between the United States and Jamaat-e-Islami as a dangerous sign for the country. [Jago FM: 16]

Analysts believe that BNP & Jamaat-e-Islami are trying to ensure their victory by adhering to old political trends. Therefore, they are engaging in ever-familiar war of words & this trend may increase in coming days. [BBC: 03]

Police have arrested the manager of Sharmin Academy, Pabitra Kumar Barua, in a case filed over the abuse of a four-year-old child at the school in capital's Nayapaltan area. [Jago FM: 16]

Bangladesh Petroleum Corporation has written to 9 supplier companies from 7 countries to confirm sources for importing liquefied petroleum gas amid a nationwide shortage of cooking gas cylinders. [Jago FM: 18]

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
মাঘ ১০, বাংলা ১৪৩২, জানুয়ারি ২৪, ২০২৬, শনিবার, নং- ২৪, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচন বাংলাদেশে ভবিষ্যতের সব নির্বাচনের জন্য একটি মানদণ্ড স্থাপন করবে। [জাগো এফএম: ১৪]

সারাদেশে গণভোটে `হ্যাঁ,-এর পক্ষে জনমতের জোয়ার দেখা যাচ্ছে --- মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। [জাগো এফএম: ১৫]

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বস্তিবাসীর পুনর্বাসনসহ নানা সামাজিক সমস্যা সমাধানে কাজ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান। [জাগো এফএম: ১৭]

জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ভোটকেন্দ্র দখল, সিল মারার পাঁয়তারা থাকলে, সেই পাঁয়তারা ভুলে যান, সেটা সফল হবে না। আমরা ভোটকেন্দ্র পাহারা দেবো, জনগণের প্রকৃত বিজয় নিয়ে আসবো। [জাগো এফএম: ১৫]

সরকার গঠন করলে জনবান্ধব দেশ গড়ে তোলা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। [জাগো এফএম: ১৬]

বিশিষ্ট কবি ও চিন্তক ফরহাদ মজহার বলেছেন, জামায়াতে ইসলাম-এর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিগত সম্পর্ক থাকা একটি ভয়ঙ্কর অশনিসংকেত। [জাগো এফএম: ১৬]

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, বিএনপি ও জামায়াত দেশের পুরোনো রাজনৈতিক ধারা মেনেই নিজেদের জয় সুনিশ্চিত করতে চাইছে। এজন্য তারা চিরচেনা বাগযুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে, সামনের দিনগুলোতে এই প্রবণতা আরও বাড়তে পারে। [বিবিসি: ০৩]

রাজধানীর নয়াপল্টনে শারমিন একাডেমি নামে একটা স্কুলে শিশু নির্যাতনের ঘটনায় স্কুলটির ব্যবস্থাপক পবিত্র কুমার বড়ুয়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। [জাগো এফএম: ১৬]

তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস-এলপিজি আমদানির জন্য উৎস নিশ্চিত করতে সাত দেশের ৯টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন। [জাগো এফএম: ১৮]

বিবিসি

নির্বাচনি প্রচারণায় পরস্পরের সমালোচনায় বিএনপি-জামায়াত, কী বার্তা দিচ্ছে?

বাংলাদেশে এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর ভোটের প্রচারণা শুরু হয়েছে পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের মধ্যদিয়ে। সরাসরি নাম উল্লেখ করে কেউ কাউকে দোষারোপ না করলেও, প্রথম দিনের প্রচারণায় দুই দলের শীর্ষ নেতারাই পরোক্ষভাবে অপর পক্ষের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ কথাবার্তা বলেছেন। অথচ, এর আগে দুই দলের নেতারা বলেছিলেন যে, তারা আর দোষারোপের রাজনীতিতে ফিরবেন না। তবে, প্রচারণায় দুই দলের নেতাদের বক্তব্যে বিশ্লেষকরা মনে করছেন, বিএনপি ও জামায়াত বাংলাদেশের পুরোনো রাজনৈতিক ধারা মেনেই নিজেদের জয় সুনিশ্চিত করতে চাইছে। এজন্য তারা চিরচেনা বাগ্‌যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে এবং সামনের দিনগুলোতে এই প্রবণতা আরও বাড়তে পারে। দল দুটির নেতারা অবশ্য তাদের বক্তব্যের পেছনে নানা যুক্তি দিচ্ছেন। বিএনপির মতে, তারা জামায়াতকে দোষারোপ করছে না, সত্য বলছে। আর জামায়াতে ইসলামী বলছে, তারা যেটাই বলছে, তার পেছনে মূল কারণ আত্মরক্ষা।

প্রচারণার শুরুতে কী বলেছে বিএনপি-জামায়াত

বৃহস্পতিবার, ২২ জানুয়ারি থেকে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের প্রচারণা শুরু হয়েছে। ওইদিন সিলেটের আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে সমাবেশ করার মধ্যদিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটের প্রচার শুরু করেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। প্রথমদিনেই তিনি সিলেটের একাধিক নির্বাচনি সমাবেশে বক্তব্য দেন এবং বক্তব্যে তিনি সরাসরি না হলেও, জামায়াতে ইসলামীকে ইঙ্গিত করে বিভিন্ন মন্তব্য করেন। দলটির বিরুদ্ধে তিনি 'মিথ্যাচার' করা, মানুষকে 'ঠকানো' ও 'শিরক' করার অভিযোগ এনেছেন। এমনকি, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা কথাও টেনে আনেন তারেক রহমান। মধ্যপ্রাচ্যসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় এনআইডি কার্ড ও মোবাইল নম্বর নিয়ে নারীদের 'একটি দল বিভিন্নভাবে বিভ্রান্ত করছে' বলে অভিযোগ করেন বিএনপি নেতা মি. রহমান। কোনো দলের নাম উল্লেখ না করলেও, বিএনপি চেয়ারম্যানের বক্তব্যে ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি বলেছেন, "আমরা দেখেছি গত ১৫ বছর, ১৬ বছর জনগণের ভোট ডাকাতি হয়েছে, এখন এই দেশে বর্তমানে আরেকটি রাজনৈতিক দল তারা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।„

এছাড়াও, তারেক রহমান বলেন, "নির্বাচনের আগেই একটি দল এই দেব, ওই দেব বলছে, টিকিট দেব বলছে... বেহেস্তের মালিক আল্লাহ...যেটার মালিক মানুষ না, সেটার (দেওয়ার) কথা যদি সে বলে, তাহলে এক তো শিরক হচ্ছে, সবকিছুর ওপরে আল্লাহ'র অধিকার। কাজেই তারা আগেই তো আপনাদের ঠকাচ্ছে, নির্বাচনের পরে তাহলে কেমন ঠকান ঠকাবে বোঝেন এবার।„ মুক্তিযুদ্ধে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা নিয়ে মি. রহমান বলেছেন, ১৯৭১ সালের যুদ্ধে "মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার সময় অনেকের ভূমিকা আমরা দেখেছি।„ সিলেট থেকে সড়কপথে হবিগঞ্জে আসার আগে মৌলভীবাজারের শেরপুরে নির্বাচনি সমাবেশে তিনি বলেছেন, "আরে ভাই, আপনাদেরকে তো মানুষ একাত্তরে দেখেছে, ইতিহাস মুছে ফেলা যায় না। একাত্তরে মানুষ দেখেছে, আপনারা কীভাবে দেশের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।„ অথচ, চারদিন আগে একটি অনুষ্ঠানে তারেক রহমান বলেছিলেন, দোষারোপের রাজনীতি নয়, মানুষকে ভালো রাখার রাজনীতি করতে হবে। "দোষারোপের রাজনীতি করলে মানুষের পেট ভরবে না।„ অন্যদিকে, বিএনপি সিলেট থেকে তাদের নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করলেও, জামায়াতে ইসলামী শুরু করেছে ঢাকা থেকেই।

২২ জানুয়ারি, প্রচারণার প্রথম দিন মিরপুর-১০ নম্বরের আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত সমাবেশের মধ্যদিয়ে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করেছেন ঢাকা-১৫ আসনের প্রার্থী ও জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান। প্রথমদিনের সমাবেশে তিনি "আমি কারো সমালোচনা করতে চাই না„ বললেও ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্য দেন। "ভোট ডাকাতদের কারণে গত ১৭ বছর মানুষ ভোট দিতে পারেননি এবং দেশের মানুষ নতুন কোনো ভোট ডাকাত দেখতে চান না„ বলে মন্তব্য করেন জামায়াতের আমির। তিনি বলেন, "আর এই দেশে ফ্যাসিবাদের ছায়াও দেখতে চাই না। ফ্যাসিবাদ এখন যদি নতুন কোনো জামা পরে সামনে আসে, ৫ আগস্ট যে পরিণতি হয়েছিল, সেই নতুন জামা পরা ফ্যাসিবাদের একই পরিণতি হবে।„ বিগত তিনটি নির্বাচনের প্রসঙ্গ তুলে তিনি সমাবেশে বলেন, "আপনারা কি নতুন কোনো ভোট ডাকাত দেখতে চান? আমরা নতুন কোনো ভোট ডাকাত দেখতে চাই না।„ এছাড়া, "চাঁদাবাজি, দখল-বাণিজ্য, মামলাবাজি, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, পাথর মেরে লোক হত্যা, গাড়ি চাপা দিয়ে লোক হত্যা, এগুলো থেকে যারা নিজের কর্মীকে বিরত রাখতে পারবে, তারাই জনগণকে আগামীর বাংলাদেশ উপহার দিতে পারবে। যারা এগুলো পারবে না, তারা যত রঙিন স্বপ্নই দেখাক, জাতি তাদের মতলব বুঝতে পারবে,„ বলেন শফিকুর রহমান। দেখা যাচ্ছে, 'দোষারোপ', 'সমালোচনা' না করার কথা বললেও, একই পথে হাঁটছে বিএনপি-জামায়াত।

ব্যাখ্যা দিচ্ছেন নেতারা

পুরোনো রাজনীতির ধারাতেই প্রতিপক্ষের সমালোচনা ও 'দোষারোপ' করে প্রচারণা চালানোর অভিযোগ অস্বীকার করছেন বিএনপি ও জামায়াতের নেতারা। বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বিবিসিকে

বলেন, "আমাদেরটা দোষারোপ নয়, (১৯৭১কে) মনে করিয়ে দেওয়া।„ মুক্তিযুদ্ধে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "জামায়াত যা করেছে, তা প্রমাণিত সত্য। আমরা যা বলছি, তা হিস্ট্রি থেকে বলছি। জামায়াত বলছে মনগড়া কথা।„ স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে যখন বিএনপি গঠিত হয়, তখন সেখানে মুক্তিযোদ্ধারাও ছিলেন উল্লেখ করে ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, "বিএনপি মুক্তিযুদ্ধের দল। জামায়াতকে স্বীকার করতে হবে, উই মেড আ মিস্টেক। তারা ডিনায়ালে থাকলে আমরা তাদেরকে বারবার মনে করিয়ে দেবো।„ চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সাথে বিএনপি'র যুক্ত থাকা নিয়ে জামায়াত যে অভিযোগ করছে, সে বিষয়ে বিএনপির ওই নেতার বক্তব্য হচ্ছে, এখানে বরং "জামায়াত নিজেই সন্ত্রাসী।„ এ ধরনের অভিযোগের ক্ষেত্রে উদাহরণ দিতে গিয়ে ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, "ওদের ট্র্যাক রেকর্ড দেখলেই বোঝা যাবে ওরা কী করেছে। রগ কাটা...ছাত্রলীগের মাঝে ঢুকে কী করেছে, তা সবাই জানে...ওরাই বড় চাঁদাবাজ।„ অন্যদিকে, জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বিবিসিকে বলেন, "আমরা দোষারোপের রাজনীতি করছি না। আমাদের সম্পর্কে একটা দলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে। তাদের কথায় মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারে। সে কারণে আমাদেরকে আমাদের অবস্থানটা পরিষ্কার করতে হচ্ছে।„ মি. জুবায়ের এ-ও বলেন, জামায়াতে ইসলামীর "মূল উদ্দেশ্য, সামনে আমরা কী করতে চাই, তা তুলে ধরা। কিন্তু কেউ আমাদের দোষারোপ করলে আত্মরক্ষার্থে...আমাদের অবস্থান তুলে ধরতে হবে।„

গত বছরের ডিসেম্বরে জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান বিএনপিকে ইঙ্গিত করে বক্তব্য দেওয়ার পর, তখন লন্ডনে রাজনৈতিক আশ্রয়ে থাকা তারেক রহমান পাল্টা জবাব দিয়েছিলেন। শফিকুর রহমান তখন কোনো দলের নাম না উল্লেখ করে সিলেটে আয়োজিত এক সমাবেশে বলেছিলেন, "একদল দখলদার বনতে গিয়ে তাদের জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আরেক দল বেপরোয়া দখলদার হয়ে উঠেছে। একদল জনগণের জানমাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, আরেক দল একই পথ ধরেছে, এমনকি নিজেদের মধ্যে মারামারিতে নিজেদের শেষ করে দিচ্ছে।„ ধারণা করা যায়, আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে ইঙ্গিত করে তিনি এই বক্তব্য দিয়েছিলেন। ফলে এটি বিএনপির মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল তখন। তবে, শফিকুর রহমানের কথার জবাবে তখন পরদিনই তারেক রহমান এক ভার্চুয়াল বক্তৃতায় বলেছিলেন, "তাদেরকে তো দেশের মানুষ ১৯৭১ সালেই দেখেছে, ১৯৭১ সালে তারা তাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে কীভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে, ঠিক যেভাবে পতিত স্বৈরাচার পালিয়ে যাওয়ার আগে হাজার হাজার মানুষ হত্যা করেছিল ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য।„ তারেক রহমান তখন আরও বলেছিলেন, "কেউ কেউ বলে থাকে পলাতক স্বৈরাচার (আওয়ামী লীগ) বিএনপির সম্পর্কে যেভাবে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়াত, আমরা ইদানীং লক্ষ্য করছি, কিছু কিছু ব্যক্তি বা দল ঠিক একই সুরে গান গাইছে বা একই সুরে কথা বলার চেষ্টা করছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাদেরও তো দু'জন ব্যক্তি আমাদের সাথে সেই সময় সরকারে ছিল।„ দুই দলের এই শীর্ষ নেতার বাগ্‌যুদ্ধ নিয়ে তখন 'বিএনপি ও জামায়াতের তিক্ততা বা কথার যুদ্ধ তীব্র হচ্ছে কেন' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল বিবিসি বাংলা। ওই প্রতিবেদনেও জামায়াতে ইসলামীর মুখপাত্র এহসানুল মাহবুব জোবায়ের বলেছিলেন, "বিএনপির দিক থেকে কিছু আক্রমণাত্মক বক্তব্য আসছে, যা অপ্রত্যাশিত।„ এ প্রসঙ্গে তখন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বিবিসি বাংলাকে বলেছিলেন, "আমরা যা বলছি, তা ইতিহাস-ভিত্তিক ও সত্যি তথ্যের ওপর ভিত্তি করে।„

প্রচারণার ধরণ কী বার্তা দিচ্ছে

বিশ্লেষকেরা বলছেন, রাজনৈতিক সংস্কৃতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। পুরোনো ধারাতেই চলছে। এর প্রকাশ দেখা যাচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের নির্বাচনি প্রচারণায়। "বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিরাজমান, তাতে শুধুমাত্র অন্যকে হেয় করা বা দোষারোপ করা, প্রতিপক্ষকে হেনস্তার মুখোমুখি করার মতো ভাষা ব্যবহার করা হয়। কারণ দলগুলো মনে করে, অন্যকে নিচু করার মধ্যদিয়ে জয় নিশ্চিত হবে,„ বলছিলেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জোবাইদা নাসরীন। বিএনপি ও জামায়াত, দুই দলই বলেছে যে, তারা দোষারোপের রাজনীতি করবে না। বরং, তারা শুধু নিজেদের প্রচারণা চালিয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে দুটো দলই তাদের দেওয়া কথা রাখছে না। বরং, বাংলাদেশের সংস্কৃতির পুনঃউৎপাদন চলছে এবং নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসবে, এগুলোর প্রবণতা আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করছেন মিজ নাসরীন। তবে, দোষারোপের রাজনীতি অনেক সময় আক্রমণাত্মক রাজনীতি হয়ে ওঠে; পরিবেশকে অনিরাপদ করে তোলে, এমনকি প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে হত্যার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখে বলেও বিশ্লেষকেরা মনে করেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষক, অধ্যাপক সাব্বির আহমেদ বলেন, "দোষারোপের রাজনীতি„ টার্মটিকেই "রাজনৈতিক„ বলা হয় এবং তিনি মনে করেন, এই কথাটির কোনো গুরুত্ব গুরুত্ব নেই। কারণ "রাজনীতির খেলাটাই হলো শত্রু-মিত্র খেলা। এখানে আপনি আপনার প্রতিপক্ষকে ঘায়েল না করতে পারলে আপনি দুর্বল হিসেবে প্রমাণিত হবেন।„ "যেটা গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো এই প্রচারণাকে কেন্দ্র করে যেন কেউ আহত-নিহত না হয়। যদি ভায়োলেন্স হয়, তাহলে নির্বাচনের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাবে,„ যোগ করেন তিনি। বিশ্লেষকদের মতে, প্রচারণার সময় প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করার যে রীতি, এটি ভোটের ময়দানে জনমত তৈরির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। কারণ অনেকসময় ভোটাররা মিথ্যাকেও সত্য মনে করে। সেইসাথে, এখন দলগুলো বিপরীত মেরুতে হাঁটলেও "নির্বাচন শেষে তারা এগুলো ভুলেও যেতে পারে, এই

রাজনৈতিক সমীকরণ বদলেও যেতে পারে। আজকে যারা পরস্পরের শত্রু, ভবিষ্যতে তারা কাছাকাছিও আসতে পারে। রাজনীতিতে শেষ কথা তো কিছু নাই,„ বলেন মি. আহমেদ।

বিএনপি ও জামায়াত কোন পথে এগোতে চাইছে

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণায় পাঁচটি কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি। দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র মাহদী আমিন সে বিষয়গুলো জানিয়েছেন। প্রথম কর্মসূচি, 'তারেক রহমানকে পরামর্শ দিন,' এতে কিউআর কোড স্ক্যান করে সাধারণ মানুষ সরাসরি তারেক রহমানের কাছে মতামত ও প্রস্তাব পাঠাতে পারবেন। দ্বিতীয় কর্মসূচি 'লেটার টু তারেক রহমান', যেখানে চিঠি, ই-মেইল ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নাগরিকদের ভাবনা নেওয়া হবে। তৃতীয় 'ম্যাচ মাই পলিসি' একটি সোয়াইপভিত্তিক ওয়েব অ্যাপ, যার মাধ্যমে ইতোমধ্যে তিন লক্ষাধিক মানুষ বিএনপির নীতি নিয়ে মতামত দিয়েছেন বলে দাবি করা হয়। 'দ্য প্ল্যান: ইয়ুথ পলিসি টক উইথ তারেক রহমান' হচ্ছে চতুর্থ কর্মসূচি। এর আওতায় তারেক রহমান সিলেটে তরুণদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন, যেখানে কর্মসংস্থান, শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য ও যুব ক্ষমতায়ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানানো হয়। সভায় ১২৭ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। পঞ্চম কর্মসূচি, বিএনপি বিভিন্ন খাতে তাদের নীতি ও ভিশন তুলে ধরে প্রচারপত্র বিতরণ করবে। এদিকে, জামায়াতে ইসলামীরও এই ধরনের কোনো প্রচারণা কর্মসূচি আছে কিনা, জানতে চাইলে মাহবুব জোবায়ের বলেছেন, জামায়াতে ইসলামী দেশব্যাপী ভোটারদের জন্য- এলাকাভিত্তিক কাজ করতে চাইছে। বিশেষ করে নারী, যুবক, তরুণ এবং ছাত্রদের জন্য।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

জামায়াতসহ ১০ দলীয় জোটের প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী কে?

বাংলাদেশে বরাবরই কোনো একজন শীর্ষ নেতাকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দল বা জোটকে নির্বাচনি প্রচারণা চালাতে দেখা গেলেও, জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে গঠিত ১০ দলীয় জোটে এবার সেভাবে কাউকে সামনে রাখা হয়নি। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচারণা ২২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে এবং দলগুলো ব্যস্ত সময় পার করছে। এই নির্বাচনে প্রার্থী প্রায় দুই হাজার। তবে, মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে দুটি বড় রাজনৈতিক পক্ষের মধ্যে। একদিকে আছে বিএনপি এবং দলটি যাদের সঙ্গে আসন সমঝোতা করেছে তারা। অন্যদিকে, জামায়াত ও তার সঙ্গে সমঝোতায় আসা দলগুলো। বিএনপি, গণতন্ত্রমঞ্চ, গণঅধিকার পরিষদসহ যে জোট হয়েছে, সেখানে নেতৃত্ব দিচ্ছে বিএনপি এবং এই জোটের নেতৃত্বেও আছেন তারেক রহমান। বিপরীতে জামায়াতসহ ১০ দলের যে জোট হয়েছে, সেখানে একক কোনো নেতৃত্ব নেই। বরং জোটটি চলছে যৌথ নেতৃত্বে। এই জোটে ১০ দলের মধ্যে জামায়াত, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ, খেলাফত মজলিশ, নেজামে ইসলাম পার্টি ও বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন- এই পাঁচটি দল ইসলামপন্থি। বাকি পাঁচটি দল হলো- জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি বা এলডিপি, আমার বাংলাদেশ বা এবি পার্টি, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি বা জাগপা এবং বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি। বিভিন্ন ধরনের ১০টি দল একসঙ্গে এলেও কীসের ভিত্তিতে ঐক্য হলো, সেটা স্পষ্ট নয়। এই ঐক্যের উদ্দেশ্য কী, আদর্শিক ভিত্তি কী, সেটা নিয়েও কোনো রূপরেখা নেই, বক্তব্য নেই।

এছাড়া, এই জোট নির্বাচনে জয়ী হলে প্রধানমন্ত্রী কে হবেন কিংবা নির্বাচনে বিরোধী দলে বসলে বিরোধী দলীয় নেতা কে হবেন, সেটাও নির্ধারিত হয়নি। ফলে অস্পষ্ট নেতৃত্ব এবং দলীয় রূপরেখা নিয়ে এই জোট নির্বাচনের মাঠে বিএনপির কতটা শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে, তা নিয়ে সংশয় আছে অনেকের মধ্যে।

নেতা সামনে রেখে প্রচারণার রীতি

বাংলাদেশের রাজনীতির দল বা জোটগুলো অনেকটা ঐতিহ্যগতভাবেই একজন শীর্ষ নেতাকে সামনে রেখেই ভোটের যুদ্ধে মাঠে নামে। একসময় আওয়ামী লীগ সামনে রেখেছে শেখ মুজিবুর রহমানকে। পরে যখন শেখ হাসিনা দলের হাল ধরেন, তখন তার নেতৃত্বেই দল এগিয়েছে। জোট হলে সেই জোটের নেতৃত্বে থেকেছেন শেখ হাসিনা। পরবর্তীকালে বিএনপির ক্ষেত্রে জিয়াউর রহমান থেকে খালেদা জিয়া পর্যন্ত একই চিত্র দেখা গেছে। এমনকি, জাতীয় পার্টির ক্ষেত্রেও দলটি নির্বাচনের সময় সামনে রেখেছিল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদকে। এবারের নির্বাচনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সামনে রেখেছে তারেক রহমানকে। কিন্তু ১০ দলীয় ঐক্যে এভাবে একক কোনো নেতৃত্ব সামনে রাখা হচ্ছে না। এতে করে যে প্রশ্ন উঠছে, এই জোট যদি নির্বাচনে জয়ী হয়, তাহলে প্রধানমন্ত্রী কে হবেন?

দশ দলের নির্বাচনি ঐক্য গঠনের আগেই অবশ্য এই প্রশ্ন উঠেছিল। বিশেষ করে, ইসলামী আন্দোলনের পক্ষ থেকে জোট গঠনের আগেই এর সুরাহা করার কথা তোলা হয়। যদিও সেটা নিয়ে পরে আর আলোচনা এগোয়নি। পরবর্তীকালে ইসলামী আন্দোলন অবশ্য আদর্শিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে ঐক্যপ্রক্রিয়া থেকেও বেরিয়ে যায়। তবে ইসলামী আন্দোলন বেরিয়ে যাওয়ার পর জোটে জামায়াতের গুরুত্ব এবং প্রভাব আরো বেড়েছে। দলটি এককভাবে ২১৫টি আসন নেওয়ার পর এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, জোটের মূল শক্তি জামায়াত। ফলে, ঘোষণা না হলেও এই জোটে জামায়াতই এখন অঘোষিত নেতৃত্বে, যেটা দলগুলোর বক্তব্যেও পরিষ্কার হয়। তাহলে কি জামায়াতের শীর্ষ নেতাই প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী- এমন প্রশ্নে জাতীয় নাগরিক পার্টির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব বিবিসি

বাংলাকে বলেন, শীর্ষ নেতা, প্রধানমন্ত্রী বা বিরোধী দলীয় নেতা- এসব নিয়ে দলগুলার মধ্যে কোনো আলোচনা হয়নি। "এখানে এখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি বা স্পিকার বা এ ধরনের পদ পেলে সেখানে কে বসবেন, তা নিয়ে আলোচনা হয়নি। সাধারণত, ধরে নেওয়া হয় যে, দলের বেশি সংসদ সদস্য জয়ী হোন, তারাই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পান," তিনি বলেন।

এবারের নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে জামায়াত একাই লড়ছে ২১৫টি আসনে। এরপরেই আছে এনসিপি, দলটির প্রার্থী মাত্র ৩০টি আসনে। ১০ দলীয় ঐক্য প্রক্রিয়ায় শেষ সময়ে যুক্ত হয়েছে এনসিপি। নিজ আগ্রহে জোটে যুক্ত হওয়ার পর দলটি নেতৃত্ব কিংবা নির্বাচনে জিতলে কে কোন পদে বসবে, সেসব নিয়ে দরকষাকষির সুযোগ পায়নি। আবার এসব ইস্যুতে নিজেদের চাহিদা জানানোর মতো অবস্থাতেও নেই দলটি। অন্য দলগুলোও বাস্তবতা দেখে জামায়াতের নেতৃত্বের কথাই বলছে। "জামায়াত দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে নির্বাচন করছে। কাজেই এখানে প্রাধান্য বা মুখ্য ভূমিকা তাদেরই। যদি আপনি বিএনপি জোটে বড় দল হিসেবে বিএনপির শীর্ষ নেতাকে ধরেন, তাহলে আমাদের জোটেও বড় দল আছে। সেই দলের নেতাও তো একজনই আছে," বলেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের আমির মামুনুল হক।

কিন্তু জামায়াত এক্ষেত্রে কী বলছে?

দলটি অবশ্য নেতৃত্বের বিষয়ে এখনই কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চায় না। বিশেষ করে, জামায়াতের একক নেতৃত্ব বা প্রাধান্য নিয়ে এর আগে ইসলামী আন্দোলনের আপত্তির নজির থাকায় জামায়াত চায় নির্বাচনের পরই এর সুরাহা হবে। "নির্বাচন হয়ে গেলে পরে যাদের সঙ্গে সমঝোতা হয়েছে, তারা কে কতটি আসন পেয়েছে সেটা দেখা যাবে। তখন সেটার ভিত্তিতেই শীর্ষ নেতারা সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে দলের পক্ষ থেকে আমরা তো আমাদের শীর্ষ নেতাকেই সামনে রাখবো," বলেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। বাংলাদেশের ইসলামপন্থি দলগুলোর নির্বাচনি জোটের প্রক্রিয়া শুরু হয় বছরখানেক আগে, মূলত এই দলগুলোর ভোট এক বাক্সে আনার কথা বলে। শুরুতে ইসলামপন্থি পাঁচটি দল জোটের প্রক্রিয়া শুরু করলেও, পরে সেখানে ধর্মভিত্তিক নয়, এমন দলগুলোও যুক্ত হয়। শেষ পর্যন্ত গত সপ্তাহে জানানো হয় ১০ দলের এই নির্বাচনি ঐক্যের কথা যেখানে ইসলামী আন্দোলন যোগ দেয়নি। তবে নির্বাচনি ঐক্য হওয়ার পর গত একসপ্তাহে দলগুলো ব্যস্ত থেকেছে মূলত আসন ভাগাভাগি নিয়ে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামপন্থি এবং ইসলামপন্থি নয়, এরকম বিভিন্ন দল নিয়ে এই যে জোট গঠিত হলো, তার আদর্শিক ভিত্তি আসলে কী? এক্ষেত্রে দলগুলো জুলাই স্পিরিটের কথা বলছে। "আমাদের ঐক্যের সূচনাটা হয় মূলত ঐকমত্য কমিশন থেকে। সেই সময় এই দলগুলোর বক্তব্য ছিল অনেকটা একই রকম। আমরা সবাই সংস্কার চেয়েছি, বিচার চেয়েছি, আধিপত্যবাদবিরোধী অবস্থান নিয়েছি। এই বিষয়গুলোতেই ঐক্য প্রক্রিয়ায় থাকা সব দল একমত। কোনো ভেদাভেদ নেই," বলেন এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব। জানতে চাইলে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের আমির মামুনুল হকও বলেন, এই জোটের ঐক্যে সূত্র হচ্ছে "জুলাই স্পিরিট ধারণ, ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্রগঠন এবং আধিপত্যবাদবিরোধী অবস্থান।"

শরিয়া আইন নিয়ে অবস্থান কী?

ইসলামপন্থি দলগুলোর ভোট এক বাক্সে আনার কথা যখন উঠেছিল, তখন সেই দলগুলোর কোনো কোনো নেতা ইসলানি বা শরিয়া আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রগঠনের কথাও বলেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই জোটে এনসিপি, এবি পার্টির মতো ধর্মভিত্তিক নয়, এমন দলগুলোও যুক্ত হয়। ফলে জুলাই সনদে একমত থাকলেও, এই জোট শরিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে, নাকি প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই গ্রহণ করবে, সেটা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। জানতে চাইলে জাতীয় নাগরিক পার্টির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব অবশ্য দাবি করেন, শরিয়া রাষ্ট্র গঠন করা হবে এমন কথা জামায়াত বা অন্য দলগুলো বলছে না। তিনি বলেন, "ক্ষমতায় গেলে জামায়াত যে ইসলামি রাষ্ট্র করবে, এমনটা তারা কিন্তু বলেনি। কারণ তারা সেই জায়গা থেকে বের হয়ে সবগুলো দল মিলে কিন্তু গণতান্ত্রিক জায়গায় এসেছে, জোট করেছে।" কিন্তু তাহলে ধর্মভিত্তিক দলগুলো কি শরিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আদর্শ থেকে বের হয়ে এসেছে? এই প্রশ্ন উঠছে, কারণ গত সপ্তাহে ঐক্য প্রক্রিয়া থেকে সরে যাওয়ার আগে এই কারণটিকেই সামনে এনেছিলো ইসলামী আন্দোলন। যদিও জামায়াতসহ ইসলামী দলগুলো অবশ্য সেটা নাকচ করছে। "যার যার আদর্শ, যার যার রাষ্ট্রকল্প, যার যার রাজনৈতিক দর্শন, তার তার কাছে অটুট আছে, অক্ষুণ্ন আছে। আমরা এই মুহূর্তে বাংলাদেশটাকে সবার আগে ইনসাফের বাংলাদেশ হিসেবে গড়তে চাই," বলেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মামুনুল হক।

ইসলামপন্থি দলগুলো বলছে, তাদের শরিয়া বা ইসলামি আইনভিত্তিক রাষ্ট্রের ধারণা আছে। কিন্তু বাস্তবায়ন তারা হঠাৎ করে করতে চান না। "জনগণকে প্রস্তুত করে ধাপে ধাপে এটা হবে," বলেন মামুনুল হক। একই রকম কথা বলছে জামায়াতও। দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, "এখন তো দেশে বিদ্যমান একটা আইন আছে। যে দলই জিতুক, কালকে গিয়েই তো সে সব আইন বদলাতে পারবে না। তার জন্য একটা প্রসিডিউর (প্রক্রিয়া) এর মধ্য দিয়ে যেতে হবে। সংসদ লাগবে। "যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে, তাদের মধ্যে একটা মিউচুয়াল

আন্ডারস্টান্ডিং দরকার হবে। মানুষের জন্য কল্যাণকর, মানুষের জন্য ক্ষতিকর নয়- এমন সকল বিধান আমরা অ্যালাউ করবো। তো, এটাতো ইসলামও অ্যালাউ করে,„ বলেন মি. পরওয়ার।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

যুক্তরাষ্ট্র-চীনের কূটনৈতিক লড়াই বাংলাদেশে কতটা প্রভাব ফেলবে?

ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনের একটি মন্তব্য এবং তার জবাবে চীনের তীব্র প্রতিক্রিয়া আপাতদৃষ্টিতে কূটনৈতিক বক্তব্য মনে হলেও, বাস্তবে এটি বাংলাদেশের জন্যও এক ধরনের বার্তা বহন করছে বলে বিশ্লেষকেরা মনে করছেন। তারা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার সামগ্রিক বৈরিতা বিশ্বের অনেক দেশের জন্যই একটা কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে, যার ছাপ দেখা গেলো বাংলাদেশেও।

বক্তব্যে কী ছিল?

ঢাকায় সদ্য নিয়োগ পাওয়া মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন গত বুধবার সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের বাড়তে থাকা প্রভাবের প্রসঙ্গ আসে। এ নিয়ে গত অক্টোবরে মার্কিন সিনেটে রাষ্ট্রদূত নিয়োগের শুনানিতে কথা বলেছিলেন মি. ক্রিস্টেনসেন। আবারও তিনি সে একই বিষয় মনে করিয়ে দেন। "শুনানিতে আমি যেমনটা বলেছিলাম, দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের সামগ্রিক প্রভাব নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান স্পষ্ট,„ বলেছিলেন তিনি। "আমি শুনানিতে যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আমি আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব, সরকারে যারা থাকবেন, সেটা অন্তর্বর্তী সরকার হোক বা নতুন নির্বাচিত সরকার। যদি বাংলাদেশ সরকার সেই পথে যেতে চায়, তাহলে কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে চীনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ঝুঁকিগুলো আমি স্পষ্টভাবে তুলে ধরব।„ বেশ কিছু গণমাধ্যমে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য এমনভাবেই প্রকাশ হয়েছে। এর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে চীনের দূতাবাস সরাসরি বিবৃতি দেয়। এতে বলা হয়, "বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের এমন মন্তব্য দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এসব বক্তব্য সঠিক ও ভুলের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং এগুলো সম্পূর্ণভাবে অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।„ বিবৃতিতে এ-ও বলা হয়, চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতা একটি দ্বিপাক্ষিক বিষয় এবং এতে মার্কিন পক্ষের কোনো হস্তক্ষেপ বা নাক গলানোর সুযোগ নেই। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রকে আরও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বানও জানানো হয়।

সামরিক কেনাকাটা ও উন্নয়ন খাত

ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন সেদিন সাংবাদিকদের সাথে আরও বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলেছিলেন, যার একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল প্রতিরক্ষা বিষয়ে অংশীদারিত্ব। এদিকে যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যেই অনেক দিক দিয়ে বাংলাদেশের সাথে যুক্ত রয়েছে এবং সহযোগিতা করছে বলেন মি. ক্রিস্টেনসেন। মি. ক্রিস্টেনসেন উল্লেখ করেন, অংশীদার দেশগুলোর সামরিক সক্ষমতার চাহিদা পূরণে যুক্তরাষ্ট্র কাজ করে এবং যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য মিত্র দেশগুলো থেকে উপযুক্ত বিকল্প চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। এটি বাংলাদেশি বাহিনীর প্রয়োজনের সঙ্গে আরও মানানসই বা তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী হতে পারে বলে উল্লেখ করেন তিনি। এই বিষয়টিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ড. এ এস এম আলী আশরাফ। কারণ বাংলাদেশ অনেক আগে থেকেই অস্ত্রের জন্য চীনের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশে সামরিক কেনাকাটায় যুক্তরাষ্ট্রের সাথে খুব কম উল্লেখ করে অধ্যাপক আলী আশরাফ বলছেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে আরও বেশি সমরাস্ত্র কিংবা সামরিক প্রযুক্তি বিক্রি করতে চায়।„

অধ্যাপক আশরাফের মতে, প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক কানেক্টিভিটি বা সংযোগ বিবেচনায় যে দেশ চীনের সাথে বাণিজ্য এবং সামরিক সম্পর্ক বজায় রাখে, সেটা যুক্তরাষ্ট্র ও সংশ্লিষ্ট দেশের জন্যও ঝুঁকি বলে আমেরিকা বিবেচনা করে। তিনি আরও বলেন, যেখানে চীনকে মোকাবিলা করা যুক্তরাষ্ট্রের একটি অ্যাজেন্ডা, সেখানে আমেরিকা চাইবে চীনের উপর নির্ভরশীলতা কমে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সংযোগ বাড়ুক। চীনের সামগ্রিক প্রভাব নিয়ে সম্পূর্ণ দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রেই যেখানে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে, তার অংশ হিসেবেই বাংলাদেশের জন্যও এটি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণে চীনের সহযোগিতা। চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের অংশ হিসেবে অথবা সার্বিক বড় বড় অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে চীন অনেক বেশি বিনিয়োগ করছে। সেসব বড় অবকাঠামো নির্মাণের জন্য "যে পরিমাণ বিনিয়োগের প্রয়োজন, এদিক দিয়ে চীনের কম্পেটিটর কোনো দেশ খুব একটা নেই। চীনের বিশাল অঙ্কের বাড়তি অর্থ রয়েছে, যেটা চীন বিনিয়োগ করতে আগ্রহী এবং সক্ষম„ বলছেন অধ্যাপক আশরাফ। তিনি মনে করেন, এদিক দিয়ে চীনের বিকল্প খুব একটা নেই এবং একারণে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এসব বিষয়ে ভারসাম্য রাখতে বাংলাদেশকে বিভিন্ন কৌশলের দিকে যেতে হবে। একদিকে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অন্যতম বড় রপ্তানি বাজার, উন্নয়ন সহযোগী এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রভাবশালী শক্তি। অন্যদিকে চীন বাংলাদেশের বড় অবকাঠামোয় বিনিয়োগকারী ও উন্নয়ন অংশীদার। ফলে কাউকে পুরোপুরি উপেক্ষা করার সুযোগ বাংলাদেশের নেই।

চাপের কৌশল?

বিশ্লেষকেরা মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত যা বলেছেন, তা খুব একটা নতুন বিষয় নয়। সেখানে কোনো কঠিনভাবে বার্তা দেওয়ার মতো ভাষাও ছিল না। তবে, এর স্পষ্ট কৌশলগত বার্তা রয়েছে। কিন্তু সে হিসেবে চীনের প্রতিক্রিয়া বেশ কঠিন ছিল বলা যায়। "আমরা তো জানিই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন পরস্পরকে বৈশ্বিক পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মনে করে„ এবং সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবস্থান থেকে তারা তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছে, বলছেন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত এম. হুমায়ুন কবির। এক্ষেত্রে যে দেশের সাথে যেভাবে প্রয়োজন, তেমনভাবে ভারসাম্য রেখেই বাংলাদেশের অবস্থান তৈরি করতে হবে বলে মনে করেন তিনি। তবে, বাংলাদেশ কোনো চাপে পড়তে পারে কিনা, সে প্রশ্নে হুমায়ুন কবির বলেন, "খানিকটা চাপ তো পড়তেই পারে এবং সে জায়গায়ই তো আমার কূটনীতির প্রয়োজনটা, তাদের অবস্থানগুলো বুঝার কাজটা।„ সেটা যথার্থ পেশাদারিত্বের সাথে করতে পারলে দুই দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝেও জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে যার সাথে কাজ করা প্রয়োজন, সেটা করা সম্ভব। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত যেভাবে বলেছেন, সেটিকে ভালোভাবে দেখছেন না চীনে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ। "অন্য আরেকটা দেশকে তো টেনে আনার এভাবে কোনো দরকার নাই। বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক, সহযোগিতা বাড়ানো, এগুলোর কথা বলতে পারে। কিন্তু অন্য দেশের সাথে সম্পর্কতে বাংলাদেশের কোনো ক্ষতি হতে পারে বা বাংলাদেশকে সতর্ক করা। এগুলো তাদের অত্যন্ত হঠকারী এবং অর্বাচীন এক ধরনের আচরণ„ বলছেন তিনি।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক ভেনেজুয়েলা, ট্যারিফ, গ্রিনল্যান্ডসহ বিভিন্ন বিষয়ে পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করে মুন্সী ফয়েজ আহমদ বলছেন, এসবে পুরো বিশ্ব ও আমেরিকার মানুষও এতে ক্ষতির মুখে পড়ছে। "ওরা বললো এই কথা আর বাংলাদেশ আর চীনের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেল, এটা মনে করার কোনো কারণ নাই।„ চীনের প্রতিক্রিয়াকেও মি. আহমদ যথার্থ হিসেবে দেখছেন, যেহেতু তারা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেনি, বরং যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত বলেছেন। আবার বাংলাদেশে যেখানে সামনে একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, সেদিক দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্তা নির্বাচিত সরকারের জন্যও হতে পারে বলে ধারণা করছেন এ এস এম আলী আশরাফ। "এটা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে সে দলগুলোর জন্য এবং যারা সম্ভাব্য ক্ষমতায় আসবে, তাদের জন্য একটা বার্তা যে, ক্ষমতায় আসার পরে তারা কি চীনের সাথে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চালিয়ে যাবে, নাকি মার্কিন চাপের কারণে কিছুটা পুনর্মুল্যায়ন করবে,„বলছেন তিনি।

অবশ্য এমন পাল্টাপাল্টি বক্তব্য নতুন কিছু নয় বলে মনে করছেন সব বিশ্লেষকই। তারা বলছেন, এটি আগে থেকেই চলে আসা বৈরিতার একটি অবস্থান। আর চীনের সাথে যত ধরনের নির্ভরশীলতার জায়গা রয়েছে, তা থেকে সরে যাওয়ারও সুযোগ নেই। বরং এখন যেভাবে ভারসাম্য রাখতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে কেনাকাটা বাড়ানোর মতো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, সেভাবেই ভারসাম্য বজায় রাখা চলবে বলে মনে করেন অনেকে। তবে, যদি মি. ট্রাম্প চীনের সাথে সংযোগে নতুন কোনো ট্যারিফের হুমকি আরোপ করেন, সেটা গোটা বিশ্বের সাথে বাংলাদেশেও ধাক্কা তৈরি করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র-চীনের বৈরিতা যেমনটা দেখা গেল, সেভাবে অন্তত আগামী তিন বছর চলতে থাকবে বলে মনে করেন মুন্সী ফয়েজ আহমদ। কারণ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময়ে যেমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার মেয়াদের পরে একই পরিস্থিতি থাকবে বলে ধারণা করেন তিনি। এছাড়া, যে,সব বক্তব্য এসেছে দুই দিক থেকে তার প্রভাব বাংলাদেশে পড়তে পারে বলেও তিনি মনে করেন না। তবে বাংলাদেশকে সব দিকে ভারসাম্য রক্ষা করতে কূটনৈতিক পর্যায়ে যথেষ্ট বিচক্ষণতা দেখাতে হবে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

স্বর্ণসহ যে পাঁচ খাতে বিনিয়োগ তুলনামূলক নিরাপদ হতে পারে

বাংলাদেশের একটি ইন্স্যুরেন্স (বীমা) কোম্পানিতে এক দশকেরও বেশি সময় আগে বীমা বাবদ টাকা রাখতে শুরু করেছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রবাসী বাংলাদেশি শফিকুল ইসলাম। ধীরে ধীরে সেই বীমার অংক প্রায় ১০ লাখে পৌঁছলে তিনি সেই অর্থ তুলে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু প্রায় পাঁচ বছর হতে চলছে, তিনি ও তার পরিবারের সদস্যরা ওই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন, টাকা আর তুলতে পারছেন না। বিদেশ-বিভুঁইয়ে পরিবার-পরিজনহীন অবস্থায় উপার্জিত তার এই ঘাম ঝরা অর্থ বছরের পর বছর এভাবে আটকে থাকায় প্রচণ্ড হতাশ হয়ে পড়েছেন তিনি। এখন তার মনে হয়, এই টাকা দিয়ে যদি স্বর্ণ কিংবা কতগুলো সঞ্চয়পত্র কিনে রাখতেন, তাহলে তা অন্তত তার হাতে থাকত। শফিকুল ইসলামের অভিজ্ঞতা একক কোনো ঘটনা নয়। বাংলাদেশে ব্যাংক ও আর্থিক খাতে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা খেলাপি ঋণ, আর্থিক অনিয়ম এবং কাঠামোগত দুর্বলতা সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি উদ্বেগ তৈরি করেছে যে, তাদের টাকা কোথায় নিরাপদ? এই প্রেক্ষাপটে সঞ্চয়ের প্রশ্ন এলে স্বর্ণসহ বেশ কয়েকটি খাত বারবার আলোচনায় আসে। কখনও মূল্যস্ফীতি, কখনও মুদ্রার অবমূল্যায়ন, আবার কখনও ব্যাংকিং আস্থার সংকট বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন

কারণে মানুষ এসব খাতে আগ্রহ দেখিয়েছে। তবে এগুলো কতটা নিরাপদ, কেন বিনিয়োগকারীরা এগুলোর দিকে আগ্রহী হন এবং কোথায় ঝুঁকি, সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতেই এই বিশ্লেষণ।

স্বর্ণ: অস্থির সময়ে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়

বাংলাদেশে ও বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দাম ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। দেশের বাজারে এখন ২২ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম দুই লাখ ৫২ হাজার ৪৬৭ টাকা, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দাম। বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন বা বাজুস-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথমবারের মতো ২২ ক্যারেট স্বর্ণের দাম লাখের ঘরে পৌঁছায়। মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে আড়াই লাখের বেশি টাকায়। খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, তারা স্বর্ণের দাম শুধু বাড়তেই দেখেছেন, কমতে না। কমলেও সেই হার বাড়ার হারের তুলনায় যৎসামান্য। তাদের মতে, স্বর্ণের দাম কমার কোনো লক্ষণ নেই। বাজুস-এর স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং-এর চেয়ারম্যান দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন বিবিসি বাংলাকে বলেন, তিনি নব্বইয়ের দশকের শুরুতে স্বর্ণের ব্যবসা শুরু করেন এবং তখন স্বর্ণের দাম ছিল ভরিপ্রতি ৪ হাজার ৮৫০ টাকা। "আম্মার বিয়ের সময় ছিল ৮০ টকা। এরপর এটা বাড়তে বাড়তে ১০ হাজার, ৫০ হাজার, ১ লাখ হলো। এখন আড়াই লাখ। মানি ডিভ্যালুয়েশনের জন্য গতকাল এটা ৫ লাখ ক্রস করছে," বলেন মি. শাহীন। মূলত, বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে স্বর্ণের দাম নিবিড়ভাবে যুক্ত। অর্থাৎ, বিশ্বে সাধারণত যুদ্ধ কিংবা অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতি তৈরি হলে স্বর্ণের দামে এক ধরনের প্রভাব পড়ে। মি. শাহীনের ভাষায়, "স্বর্ণ এমন একটি জিনিস, যা অপেক্ষা করে দুঃসংবাদের জন্য। বিশ্বে কোনো অস্থিরতা দেখা দিলেই স্বর্ণের দাম বেড়ে যায়। যখন সুবাতাস দেখা যায়, তখন কিছুটা কমে।„ এসব কারণেই বিশ্বজুড়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর কাছে ডলার এবং অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রার পাশাপাশি, সোনাও বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার বা রিজার্ভ হিসেবে জমা থাকে। ঐতিহাসিকভাবে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর রিজার্ভ স্বর্ণ দিয়েই গঠিত হতো এবং অতীতে একটি দেশের মুদ্রার মানও সেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রক্ষিত স্বর্ণের ভাণ্ডারের ওপর নির্ভর করত।

ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বের বৃহত্তম সোনার রিজার্ভ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে মোট আট হাজার ১৩৩ টন (৮১ লক্ষ কিলোগ্রামের বেশি) সোনা আছে, যা তাদের মোট বিদেশি সম্পদের ৭৮ শতাংশ। এদিকে, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে ১৪ দশমিক আট টন (১৪ হাজার ৮০০ কিলোগ্রাম) স্বর্ণের রিজার্ভ রয়েছে। সুতরাং, টাকার মান কমে গেলে বা ব্যাংক খাতে অনাস্থা এসে গেলে সাধারণ মানুষও স্বর্ণে বিনিয়োগ বাড়ান। কারণ স্বর্ণের মূল্য সরকারের সিদ্ধান্ত বা কোনো ব্যাংকের আর্থিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে না। অর্থাৎ, কোনো দেশের সরকার বা ব্যাংক সংকটে পড়লেও স্বর্ণ নিজে একটি আলাদা সম্পদ হিসেবেই থাকে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই, বিশেষজ্ঞ ও খাত সংশ্লিষ্টরা বিনিয়োগের জন্য স্বর্ণকেই সবচেয়ে নিরাপদ মনে করছেন। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের মাঝে গয়না কেনার প্রবণতাটাই সাধারণত বেশি। এ বিষয়ে দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন বলছিলেন, "স্বর্ণের গহনার মূল্য অবশ্যই আছে। কিন্তু পিওর গোল্ড আদিকাল থেকে বিনিয়োগের একটি অংশ। পিওর গোল্ড মানে ২৪ ক্যারেট। তাই, স্বর্ণে বিনিয়োগের কথা চিন্তা করলে পিওর গোল্ডের কয়েন বা বার কেনা উচিত।„ তিনি বলছিলেন, "বাংলাদেশের পুরান ঢাকার তাঁতী বাজারে পিওর গোল্ড কিনতে পাওয়া যায়। আর সাধারণত প্রবাসী বাঙালিরা ব্যাগেজ রুলের আওতায় সর্বোচ্চ দশ ভরি পর্যন্ত স্বর্ণের বার নিয়ে আসতে পারে বাংলাদেশে। তাদের কাছ থেকে কেনা যায়। এটা একটি ইনভেস্টমেন্ট।„ তবে স্বর্ণে বিনিয়োগে কিছুটা সতর্কও থাকা প্রয়োজন। কারণ স্বর্ণের দাম কিছুটা হলেও ওঠানামা করে। সেইসাথে, এটি আবার কোনো সুদ বা নিয়মিত আয় দেয় না।

সঞ্চয়পত্র : রাষ্ট্রের নিশ্চয়তার ভরসা

বাংলাদেশের বেশিরভাগ ব্যাংকই এখন দুর্বল অবস্থায় আছে। তাই, বাংলাদেশে ব্যাংকে টাকা রাখতে অনেকে নিরাপদবোধ করছে না বলে মন্তব্য করেছেন বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন। তার মতে, স্বর্ণে বিনিয়োগের জন্য অন্যতম নিরাপদ জায়গা এখন এবং স্বর্ণের পর হলো সঞ্চয়পত্রের অবস্থান। "কারণ সঞ্চয়পত্র সরকারের কাছ থেকে আসে, তাই এটি নির্ভরযোগ্য।„ কিন্তু সেখানেও তো সীমা দেওয়া আছে। সবাই সঞ্চয়পত্র কিনলে সরকারকে তো সুদসহ সেগুলো ফেরত দিতে হবে, সঞ্চয়পত্রের সংকটের বিষয়ে বলছিলেন ফাহমিদা খাতুন। সেজন্যই ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত সব ধরনের সঞ্চয়পত্রের মুনাফার হার কমিয়েছিল সরকার। এতে সীমিত আয়ের বিনিয়োগকারীরা বিপাকে পড়ে যান। পরবর্তীতে ওই সিদ্ধান্ত বাতিল করে সরকার। মূলত, নিরাপদ সঞ্চয় এবং মুনাফার হার বেশি থাকায় বাংলাদেশে বিনিয়োগের একটি প্রচলিত খাত হলো সঞ্চয়পত্র। সঞ্চয়পত্র ইস্যু করে থাকে বাংলাদেশ সরকার, তাই মেয়াদ শেষে মুনাফাসহ বিনিয়োগকৃত টাকা ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে। পাশাপাশি, এই খাতে নির্দিষ্ট হারে বিনিয়োগের মাধ্যমে কর কমানোর সুযোগ রয়েছে।

কোনো করদাতার করযোগ্য বার্ষিক আয় যদি হয় ১০ লাখ টাকা, এর মধ্যে তিনি আয়ের ২০ শতাংশ বা দুই লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র কিনলে তিনি তার প্রদেয় করের ওপর সর্বোচ্চ ছাড় পাবেন। যে বছর বিনিয়োগ করবেন শুধুমাত্র ওই

বছরেই তার উপর কর রেয়াত সুবিধা নিতে পারবেন। তবে তিনি যে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করবেন তার অর্থ মেয়াদ পূর্তির আগে উত্তোলন করা যাবে না। সহজ করে বললে, যদি কেউ পাঁচ বছর মেয়াদি সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করেন, তাহলে সেটা মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভাঙানো যাবে না। ওই সময়ের আগে কেউ নগদায়ন করে ফেললে করদাতা যে টাকার কর রেয়াত সুবিধা নিয়েছিলেন, তা বাতিল হয়ে যাবে। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের অধীন যত ধরনের সঞ্চয়পত্র রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় পরিবার সঞ্চয়পত্র। এতে সাড়ে সাত লাখ টাকার কম বিনিয়োগে প্রায় ১২ শতাংশ মুনাফা মিলে। সাড়ে সাত লাখ টাকার কম বিনিয়োগে পেনশন সঞ্চয়পত্রেও প্রায় কাছাকাছি মুনাফা পাওয়া যায়। বাংলাদেশে অবসরপ্রাপ্ত মানুষ, মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর কাছে সঞ্চয়পত্র দীর্ঘদিন ধরে জনপ্রিয়। এটা কেনা যাবে সকল সরকারি, বেসরকারি ব্যাংকে, বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যালয়, ডাকঘর এবং সঞ্চয় ব্যুরো কার্যালয়ে। অনেক ব্যাংক রয়েছে যারা সঞ্চয়পত্র করার সকল ঝামেলার কাজ, সুদের টাকা সরাসরি ব্যাংকে অ্যাকাউন্টে পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়।

জমি ও আবাসন : দৃশ্যমান সম্পদের আকর্ষণ

দীর্ঘমেয়াদে জমির দাম সাধারণত কমে না, বরং বাড়তেই থাকে- এই বিশ্বাস বহুদিনের। ড. ফাহমিদা খাতুনও বলছিলেন, "জমি বা রিয়েল স্টেটে বিনিয়োগ করতে পারে। কারণ বাংলাদেশে মানুষ বেশি, জায়গা কম। এটাতে সবসময়ই ঊর্ধ্বমুখী এর দাম। একটা দেশের অর্থনীতি খারাপ হলেও জমির দাম কখনও কমে না সাধারণত।„ জমি কিংবা আবাসনে বিনিয়োগের একটি সামাজিক ও মানসিক দিকও আছে। অনেকের কাছে এটি শুধু বিনিয়োগ নয়, বরং নিরাপত্তা ও মর্যাদার প্রতীক। অর্থনৈতিক অস্থিরতার সময় দৃশ্যমান সম্পদে বিনিয়োগ মানুষকে মানসিক স্বস্তি দেয়। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করিয়ে দেন, জমি বা রিয়েল এস্টেটের বড় ঝুঁকি হলো তারল্যের অভাব। কারণ জরুরি প্রয়োজনে এগুলো দ্রুত বিক্রি করা কঠিন। আবার, বাজার স্থবির হলে দাম দীর্ঘদিন আটকে থাকতে পারে এবং শহরে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ফ্ল্যাট বা বাড়ি তৈরি হয়ে গেলে সেগুলো বিক্রি বা ভাড়া দিতেও সমস্যা হতে পারে। এছাড়া, জমি কেনার আগে ভবিষ্যতে দাম বাড়বে এরকম জায়গা যদি নির্বাচন করা যায়, তাহলে আরও লাভ। আর জমিতে কোনো ঝামেলা আছে কি না, সেটি ভালো করে খবর নিয়ে দেখতে হবে। কোনো ভুয়া লোকের খপ্পরে পড়লেই বিপদ। জমির মাটি উঁচু ভবন তৈরি করার মতো কি না, আশপাশে কোনো স্থাপনার জন্য জমির দাম বাড়তে পারে কি না, জমির কাছে রাস্তা আছে কি না, ড্রেইনেজ সিস্টেম তৈরি হয়েছে কি না, এলাকাটি ভবিষ্যতে উন্নত হবে কি না, এসব যাচাই করেই জমি কেনা উচিত।

ডিপিএস : ব্যাংকের 'হেলথ' বুঝে সিদ্ধান্ত

ডিপোজিট পেনশন স্কিমে মানুষ নিজের টাকা সঞ্চয় করেন, যার বিনিময়ে সুদ পান। কিছু ব্যাংক সাত থেকে সাড়ে সাত শতাংশ পর্যন্ত মুনাফা দিয়ে থাকে। এতে ব্যক্তি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য, যেমন: তিন, পাঁচ বা দশ বছরের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ জমা রাখবেন। নানা ব্যাংকে মাসে ১০০ থেকে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়। কোনো কোনো ব্যাংক প্রতি মাসে সুদ দিয়ে থাকে, আবার কোনো ব্যাংক তিন মাস বা ছয় মাস অন্তর সুদ দেয়। এছাড়া, এককালীন ডিপিএস রয়েছে, যার সুদ মেয়াদ শেষে পাওয়া যায়। সমস্যা হলো, ডিপিএসে সেভিংস অ্যাকাউন্টের মতো যখন তখন টাকা তোলা যাবে না। ফাহমিদা খাতুন বলছিলেন, "ডিপিএস করা যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যাংকের হেলথ বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কোন ব্যাংকে টাকাটা রাখা হচ্ছে, সেটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ।„ তিনি বলছিলেন, সরকারি ব্যাংকগুলোতে মুনাফা অনেক সময় কম থাকে। "কারণ সরকার নির্ভর হয়ে গেলে সরকারের ওপর চাপ পড়ে যায় তখন। সেজন্য সরকার ইন্টারেস্ট কমিয়ে দিতে চায়। তবে প্রাইভেট ব্যাংকে প্যাকেজ থাকে, সেগুলোর হেলথ দেখে বিনিয়োগ করতে হবে।„ তিনি আবার জোর দিয়ে বলেন, "যে-কোনো ব্যাংকে" টাকা রাখা উচিত নয়। কারণ দেখা গেল যে, ব্যাংক টাকাটা নিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সে আর সময়মতো তা ফেরত দিতে পারছে না। তাই, এক্ষেত্রে "ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি জরুরি„ বলে মত মিজ খাতুনের।

সরকারি ট্রেজারি বন্ড ও বিল : এখনো নিরাপদ

ফাহমিদা খাতুন বলছিলেন, "সরকারের ট্রেজারি বিল, এগুলো নিরাপদ।„ সাধারণত বিভিন্ন মেয়াদে ও সুদে সরকার ট্রেজারি বন্ড ইস্যু করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে এসব বন্ড নিলামে কেনা-বেচা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, দুই বছর থেকে শুরু করে ২০ বছর পর্যন্ত মেয়াদি ট্রেজারি বন্ড রয়েছে। এসব বন্ডে সুদের হার চার থেকে প্রায় আট শতাংশ পর্যন্ত রয়েছে। প্রতি ছয় মাস অন্তর মুনাফা তুলে নেয়ার সুযোগ রয়েছে। ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগের কোনো সীমা নেই। সঞ্চয়পত্রের মুনাফার ওপর ১০ শতাংশ হারে উৎস কর দিতে হয়। ট্রেজারি বন্ডে মুনাফা গ্রহণের সময় পাঁচ শতাংশ কর দিতে হয়। ট্রেজারি বন্ড কেনা-বেচারও সুযোগ রয়েছে। বিক্রির সময় লাভে বিক্রি করা যায়। এ বিষয়ে ২০২২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ এমকে মুজেরী বিবিসিকে বলেছিলেন, কোনো বিষয় না বুঝলে তাতে বিনিয়োগ না করাই ভালো। "যেমন, ট্রেজারি বন্ড হয়ত সবার জন্য নয়। কারণ এটি নিলামের মাধ্যমে নিতে হয়, কেনার ঝামেলা আছে, এটি সবাই বুঝতে পারে না।„

শেষ কথা : নিরাপদ বিনিয়োগ বলে কিছু নেই

অর্থনীতিবিদরা একবাক্যে বলেন, "নিরাপদ বিনিয়োগ„ একটি আপেক্ষিক ধারণা। যে খাত একজনের কাছে নিরাপদ, অন্যজনের জন্য তা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। সময়, লক্ষ্য, আয় ও ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা, সবকিছু মিলিয়েই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। বর্তমানে ব্যাংকিং খাতে অব্যবস্থার কারণে মানুষ বিকল্প খুঁজলেও বিশেষজ্ঞরা মনে করিয়ে দেন, আতঙ্কের বশে সিদ্ধান্ত নেওয়াই সবচেয়ে বড় ঝুঁকি। যেমন, ফাহমিদা খাতুনের মতে, "জীবন বীমা সরকারের, কিন্তু এটা ডেভেলপড না আমাদের দেশে অতটা। এখান থেকে রিটার্ন অতটা ভালো আসে না। হ্যাঁ, কোনো বীমা বন্ধ হয়ে গেলে বাংলাদেশ ব্যাংক এককালীন এক লাখ টাকা দেবে, বাকিটাও দেবে, কিন্তু অনেক আস্তে আস্তে।„ তার মতে, "বাংলাদেশের ফাইন্যান্সিয়াল প্রোডাক্টে অত অপশন নাই। অনেক দেশে বন্ড মার্কেট, ক্যাপিটাল মার্কেট থাকে। আমাদের সেই ডাইভারসিফিকেশন নাই। শেয়ার বাজার স্ট্রং না, শেয়ার বাজার ইজ নট আ অপশন। ভালো ইনভেস্টররাই এখানে আসে না।„ অর্থনীতিবিদ এমকে মুজেরীও বলেছিলেন, "শেয়ার বাজার বাংলাদেশে খুবই অস্বচ্ছ একটা জায়গা, বিভিন্ন গ্রুপ ইন্টারনাল ট্রেডিং-এর মাধ্যমে দাম ওঠা-নামায় কারসাজি করে।„ "শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে গেলে এটা ভালো করে বুঝতে হয়। সঞ্চয়পত্রের মতো কিনে ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না। অতএব, এখানে বিনিয়োগে সাবধান হতে হবে। আমরা নানা সময়ে দেখেছি যারা শেয়ারবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তারা স্বল্প পুঁজির মানুষ।„ এছাড়া, অনেক সুদের লোভ দেখায়, এমন অস্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান এড়িয়ে চলতেও বলেছিলেন তিনি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ না খেললে বাংলাদেশের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ কেমন হবে?

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের সাথে কয়েক দফায় বৈঠক ও নানা নাটকীয়তার পর, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদিও বিসিবি বলছে, তারা এখনো লড়াই চালিয়ে যাবে। তবে বিশ্বকাপ শুরুর যেখানে দুই সপ্তাহ বাকি, সেখানে কোনো অদলবদল আনা কার্যত সম্ভব নয়, জানিয়ে দিয়েছে আইসিসি। ক্রিকেট বোর্ড ও ক্রিকেটারদের আয়ের একটা বড় উৎস আইসিসির এই বৈশ্বিক ইভেন্টগুলো, তাই এই আয়োজনে অংশ না নেওয়ার কারণে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড- তার ক্রিকেটার ও সংশ্লিষ্টরা একটা আর্থিক ক্ষতির মধ্যে পড়বে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নিলেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড, তার ক্রিকেটার, কোচিং স্টাফ ও ম্যানেজমেন্টের জন্য পাওয়া যেত চার কোটির মতো টাকা, ডলারের হিসেবে যা যুক্তরাষ্ট্রের তিন লাখ ডলারের মতো। তবে সেরা ১২ দলের মধ্যে থাকতে পারলে কোনো দল পাবে সাড়ে পাঁচ কোটির বেশি টাকা, যা ডলারের হিসেবে চার লাখ ৫০ হাজার ডলার। বাংলাদেশ যদি আনুষ্ঠানিকভাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁড়ায়, তাহলে এর বড় আর্থিক প্রভাব পড়বে খেলোয়াড়দের ওপর। ম্যাচ ফি, পারফরম্যান্স বোনাস এবং প্রাইজমানির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন তারা। ফলে ব্যক্তিগত আয়েও বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা।

এক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডও। আইসিসির কাছ থেকে তিন লাখ থেকে পাঁচ লাখ মার্কিন ডলার অংশগ্রহণ ফি পাওয়ার কথা, সেটি আর পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশি মুদ্রায় এই অঙ্ক প্রায় চার থেকে ছয় কোটি টাকা, যা বোর্ডের জন্য একটি বড় ক্ষতি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম লাভজনক টুর্নামেন্ট। এই আসরে অংশ না নিতে পারলে খেলোয়াড় ও বোর্ড উভয়ের জন্যই আর্থিক প্রভাব হবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ না খেললে সম্প্রচার ও স্পন্সরশিপ আয়েও প্রভাব পড়তে পারে। ভারতীয় উপমহাদেশে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো সাধারণত ভালো টেলিভিশন দর্শক টানে। এসব ম্যাচ না হলে টিআরপি কমার আশঙ্কা রয়েছে। এতে বিজ্ঞাপনদাতা ও স্পন্সরদের আগ্রহও কমে যেতে পারে। সাবেক ক্রিকেটার ও ধারাভাষ্যকাররা ইতোমধ্যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, বাংলাদেশের ম্যাচ কম হলে টুর্নামেন্টের সামগ্রিক বাণিজ্যিক মূল্যও কমে যাবে। এছাড়া, ম্যাচ প্রতি বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা সর্বনিম্ন আড়াই লাখ টাকা আয় করেন একটি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে।

২০২৪ সালের আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রাইজমানির অঙ্ক ছিল টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। নবম আসরের এই বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রের নয়টি ভেন্যুতে ২৮ দিনে মোট ২০টি দল অংশ নিয়েছিল, যা তখন পর্যন্ত এটিকে সবচেয়ে বড় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পরিণত করেছিল। এই আসরে রানার্সআপ দল পেয়েছিল অন্তত ১২ লাখ ৮০ হাজার ডলার। সেমিফাইনালে হেরে যাওয়া দুই দল পেয়েছিল সাত লাখ ৮৭ হাজার ৫০০ ডলার করে। যারা দ্বিতীয় রাউন্ডের গণ্ডি পেরোতে পারেনি, তাদের প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছিল তিন লাখ ৮২ হাজার ৫০০ ডলার। নবম থেকে দ্বাদশ স্থানে থাকা দলগুলো পেয়েছিল দুই লাখ ৪৭ হাজার ৫০০ ডলার করে। আর ত্রয়োদশ থেকে বিংশ অবস্থানে থাকা প্রতিটি দল পেয়েছিল দুই লাখ ২৫ হাজার ডলার। এর পাশাপাশি, সেমিফাইনাল ও ফাইনাল বাদে প্রতিটি ম্যাচ জয়ের জন্য দলগুলো অতিরিক্ত ৩১ হাজার ১৫৪ ডলার করে অর্জন করেছিল।

আইসিসির ক্ষতি কেমন?

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেছেন, বাংলাদেশকে ছাড়া বিশ্বকাপের মতো আয়োজন আসলে আইসিসির জন্যও ক্ষতি, এর ফলে প্রায় ২০ কোটি দর্শক হারাবে এই টুর্নামেন্ট। তবে, এসব ইভেন্টের প্রচার স্বত্ব আগেই বিক্রি হয়ে যায়, তাই আইসিসির যতটা না ক্ষতি হবে, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হবে সম্প্রচারক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের। আবার ২০২৪ সালের জুলাই মাসের গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর, ভারতের সাথে বাংলাদেশের রাজনৈতিক টানাপড়েনের কারণে দুই দেশের মধ্যে ট্যুরিস্ট ভিসা সার্ভিস বন্ধ রয়েছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বকাপে অংশ নিলেও, স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় শুধু খেলা দেখতে ভারতে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। বাংলাদেশের তিনটি ম্যাচ ছিল কলকাতায়, একটি মুম্বাইয়ে। তবে, মোস্তাফিজুর রহমানকে 'সাম্প্রতিক ঘটনাবলির বিবেচনায়' কলকাতা নাইট রাইডার্স থেকে বাদ দেওয়ার বাংলাদেশ সরকার উদ্বেগ জানিয়েছে, যেখানে বাংলাদেশের একজন ক্রিকেটারের নিরাপত্তা নেই, সেখানে বাকি ক্রিকেটার, সাংবাদিক ও দর্শকদের নিরাপত্তা কীভাবে দেবে?

এর আগে, বৃহস্পতিবার বিকেলে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) জানিয়ে দিয়েছে, ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে না বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। বরং আইসিসির সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ও বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ আয়োজনের দাবি মেনে নিতে আইসিসির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তারা। ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল সাংবাদিকদের বলেন, সরকারের সিদ্ধান্ত স্পষ্ট, বাংলাদেশ দল ভারতে বিশ্বকাপ খেলবে না। তার ভাষায়, "আমরা আইসিসি থেকে সুবিচার পাইনি। আমরা আশা করবো, আইসিসি আমাদের নিরাপত্তা-সংক্রান্ত উদ্বেগ বিবেচনায় নিয়ে শ্রীলঙ্কায় খেলার আবেদন মেনে নেবে।„ তিনি বলেন, মাথা নত করে দেশের মানুষদের নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেওয়ার পরিণতি কী হতে পারে, সেটি গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। ক্রিকেটারদের সঙ্গে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছেন বলেও জানান। নিরাপত্তা আশঙ্কার প্রসঙ্গে আসিফ নজরুল বলেন, এই উদ্বেগ কোনো কল্পনার বিষয় নয়, এটি একটি বাস্তব ঘটনা থেকে তৈরি হয়েছে। "আমাদের দেশের একজন সেরা ক্রিকেটার মোস্তাফিজুর রহমানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়নি। সেখানে ক্রিকেটার, সাংবাদিক ও দর্শকদের নিরাপত্তা কীভাবে নিশ্চিত করা হবে- এ প্রশ্ন থেকেই যায়,„ বলেন তিনি।

অন্যদিকে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেন, বাংলাদেশ ক্রিকেট নিয়ে তারা গর্ববোধ করলেও, আইসিসির ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। "বিশ্ব ক্রিকেটে জনপ্রিয়তা যখন কমছে, তখন প্রায় ২০ কোটি মানুষের দেশকে এভাবে উপেক্ষা করা হতাশাজনক,„ বলেন তিনি। তবে হাল ছাড়ছেন না জানিয়ে বুলবুল বলেন, "আমরা আবারও আইসিসির সঙ্গে যোগাযোগ করবো।„ একইসঙ্গে তিনি স্পষ্ট করেন, "আমরা ভারতে খেলতে চাই না, শ্রীলঙ্কায় খেলতে চাই।„ বাংলাদেশের এই অবস্থানের ফলে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দেশটির অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা আরও ঘনীভূত হলো। যদিও বুধবার বোর্ড সভায় ভোট শেষে আইসিসি জানায়, বিশ্বকাপে অংশ নিতে হলে বাংলাদেশকে ভারতেই যেতে হবে। বাংলাদেশ না যেতে চাইলে টুর্নামেন্ট থেকে বাদ পড়তে পারে এবং সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের পরিবর্তে অন্য একটি দল নেওয়া হতে পারে। আইসিসি বলেছে, টুর্নামেন্ট শুরুর এত কাছাকাছি সময়ে সূচি পরিবর্তন করা বাস্তবসম্মত নয়। পাশাপাশি, বিশ্বাসযোগ্য নিরাপত্তা ঝুঁকি ছাড়া ম্যাচ স্থানান্তর করলে তা ভবিষ্যতের আইসিসি টুর্নামেন্টগুলোর জন্য নেতিবাচক দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারে এবং বৈশ্বিক সংস্থা হিসেবে আইসিসির নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলেও জানানো হয়। সংস্থাটি জানায়, এই সংকট সমাধানে বিসিবির সঙ্গে তারা ধারাবাহিকভাবে যোগাযোগ করেছে। এ সময় টুর্নামেন্টের বিস্তারিত নিরাপত্তা পরিকল্পনা, কেন্দ্র ও রাজ্য পর্যায়ের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বিত নিরাপত্তা ব্যবস্থার তথ্যও শেয়ার করা হয়েছে। "ভেন্যু ও সূচি নির্ধারণ করা হয় নিরপেক্ষ নিরাপত্তা মূল্যায়ন, আয়োজক দেশের নিশ্চয়তা এবং টুর্নামেন্টের নির্ধারিত শর্তের ভিত্তিতে, যা ২০টি অংশগ্রহণকারী দেশের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। নিরাপত্তা ঝুঁকির স্পষ্ট প্রমাণ না থাকায় ম্যাচ স্থানান্তর করা সম্ভব নয়„ বলেও জানায় আইসিসি।

গত ৩ জানুয়ারি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্দেশে বাংলাদেশের পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে (কেকেআর) আসন্ন আইপিএল ২০২৬ আসরের দল থেকে বাদ দেওয়ার ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারতের পরিবর্তে শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নিতে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) কলকাতা নাইট রাইডার্সকে মোস্তাফিজুরকে বাদ দিলে বলার সুনির্দিষ্ট কারণ জানায়নি তখন। তবে, বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া ভারতীয় সংবাদ সংস্থা এএনআইকে জানান, "বাংলাদেশে সাম্প্রতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।„ বাংলাদেশে কয়েকজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী নিহত হওয়ার ঘটনা সামনে আসা এবং এ নিয়ে ভারতে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতাদের তীব্র বিরোধিতার মুখে ওই সিদ্ধান্ত আসে। "সর্বত্র চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির

কারণে বিসিসিআই কলকাতা নাইট রাইডার্সকে তাদের দলে থাকা বাংলাদেশের ক্রিকেটার মোস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছে,„ বলেছিলেন দেবজিৎ সাইকিয়া। ওইদিনই এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে আসিফ নজরুল তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজ থেকে দেওয়া স্ট্যাটাসে লিখেছিলেন, ”বাংলাদেশের বিশ্বকাপ খেলাগুলো শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত করার অনুরোধ জানানোর নির্দেশনা আমি দিয়েছি।„ তিনি ওই স্ট্যাটাসের শেষ লাইনে লিখেছেন, ”গোলামির দিন শেষ।„

তবে বিশ্লেষকরা বলছিলেন, মোস্তাফিজুর ইস্যুতে দুই দেশের নেওয়া পদক্ষেপেই ক্রিকেটীয় কূটনীতিকে প্রাধান্য না দিয়ে রাজনৈতিক বিবেচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এর পরের ঘটনাপ্রবাহে আইসিসির কাছে বিসিবির আবেদন করা ছাড়াও ই-মেইলে যোগাযোগ ও ভার্চুয়াল সভাও হয়েছে দুই পক্ষের মধ্যে। আইসিসি সদস্যদের মধ্যে ভোটের পর আইসিসি মোটামুটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, বিশ্বকাপে অংশ নিতে হলে বাংলাদেশ টিমকে ভারতে গিয়েই খেলতে হবে। তবে, বাংলাদেশ তার অবস্থান জানানোর পর এবার আইসিসির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানোর পালা।

এর আগে অন্য দলের ক্ষেত্রে কী করেছে আইসিসি

এর আগে, ১৯৯৬ সালের বিশ্বকাপে খেলতে শ্রীলঙ্কায় যায়নি অস্ট্রেলিয়া এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ভারত এবং পাকিস্তানের সাথে শ্রীলঙ্কাও ওই টুর্নামেন্টের যৌথ আয়োজক ছিল। কিন্তু কলকাতায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরপরই অস্ট্রেলিয়া এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ জানিয়ে দেয়, নিরাপত্তার ভয়ে তারা শ্রীলঙ্কায় দল পাঠাবে না। অন্যদিকে, ২০০৩ সালের বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে জিম্বাবুয়েতে খেলতে যায়নি ইংল্যান্ড আর কেনিয়ায় যায়নি নিউজিল্যান্ড। ওইসব ম্যাচে প্রতিপক্ষকে ওয়াকওভার বা জয়ের পয়েন্ট দিয়েছিল আইসিসি। সবক্ষেত্রেই অনুপস্থিত দলের প্রতিপক্ষ ম্যাচে ওয়াকওভার বা পয়েন্ট পেয়েছে। আর ২০০৯ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে জিম্বাবুয়ে সরে যাওয়ায় স্কটল্যান্ডকে সেবার টুর্নামেন্টে অন্তর্ভুক্ত করেছিল আইসিসি।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

এনএইচকে

জাপান সরকার বিদেশি কর্মী গ্রহণের জন্য কার্যকরী নীতিমালা তৈরি করেছে

জাপান সরকার দুটি কর্মসূচির অধীনে ২০২৯ সালের মার্চ মাসের মধ্যে প্রায় ১.২৩ মিলিয়ন বিদেশি কর্মী গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাদের একটি হলো দক্ষ কর্মীদের জন্য এবং অপরটি প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য। শুক্রবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই দুটি কর্মসূচির জন্য খাত-ভিত্তিক পরিচালনা নীতিমালা অনুমোদিত হয়েছে। বিদ্যমান সুনির্দিষ্ট দক্ষ কর্মী ব্যবস্থা এবং আগামী বছরের ১ এপ্রিল থেকে চালু হতে যাওয়া দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে বিদেশি কর্মীদের গ্রহণের পরিকল্পনা করছে সরকার। নতুন করে চালু হতে যাওয়া কর্মসূচির লক্ষ্য হলো কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, যাতে তারা নীতিগতভাবে তিন বছরের মধ্যে সুনির্দিষ্ট দক্ষ কর্মীর পর্যায়ে যেতে পারেন। সুনির্দিষ্ট দক্ষ কর্মীদের জন্য যে কর্মসূচি রয়েছে, তার আওতায় ১৯টি শিল্প ক্ষেত্রে ৮ লক্ষ ৫ হাজার ৭০০ জনকে গ্রহণ করা হবে। শিল্প ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে, শিল্প পণ্য উৎপাদন এবং খাদ্য ও পানীয় উৎপাদন। নতুন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ১৭টি শিল্প ক্ষেত্রে ৪ লক্ষ ২৬ হাজার ২০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই কর্মসূচিতে দক্ষ কর্মীদের কর্মসূচির চেয়ে শিল্প ক্ষেত্র দুটি কম, যেগুলো হলো গাড়ি পরিবহণ এবং বিমান চলাচল। সরকার বলছে, কর্মী গ্রহণের সর্বোচ্চ সংখ্যা হলো ১.২৩ মিলিয়ন। তারা জানিয়েছে, অভ্যন্তরীণ শ্রমশক্তির সম্ভাবনা এবং উৎপাদনশীলতার উন্নতির বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে তারা এই সংখ্যায় উপনীত হয়েছে।(এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ২৩.০১.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

র‍্যাব হত্যা মামলার প্রধান আসামির হুমকি, `ঝামেলা করলে জনবিস্ফোরণ হবে,

১৯ জানুয়ারি চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে অভিযান চালানোর সময় সন্ত্রাসী হামলায় র‍্যাব-এর এক কর্মকর্তা নিহত হন। ২১ জানুয়ারি ২৯ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করা হয়। এ ছাড়া, `অজ্ঞাতনামা, আসামি করা হয় ২০০ জনকে। এক ভিডিওতে মামলার প্রধান আসামি মোহাম্মদ ইয়াসিনকে বলতে শোনা যায়, জঙ্গল সলিমপুরে অভিযানের নামে ঢালাওভাবে গ্রেফতার করতে দেওয়া হবে না। কাউকে ধরতে হলে অভিযানের আগে আসামির নাম-ঠিকানা জানাতে হবে। তিনি আরো বলেন, ”এসব ক্রাইমের ফান্দে পাড়া দিয়া কেউ যদি কোনো ঝামেলা করে, এতে কিন্তু বড় ধরনের পাবলিক বিস্ফোরণ ঘটবে।„ প্রায় ২৯ মিনিটের ভিডিওতে ইয়াসিন দাবি করেন, তিনি সন্ত্রাসী নন। জঙ্গল সলিমপুরের জায়গা তাদের ক্রয় করা সম্পত্তি দাবি করে ইয়াসিন বলেন, সেখান (জঙ্গল সলিমপুর) থেকে তাদের কেউ উচ্ছেদ করতে পারবে না। এর আগে, সাবেক এক জেলা প্রশাসক জঙ্গল সলিমপুরে উচ্ছেদ করতে গিয়ে নিজেই এখন উধাও হয়ে গেছেন। ভিডিওতে একাধিকবার জনবিস্ফোরণের হুঁশিয়ারি দিয়ে তাকে বলতে শোনা যায়, ”অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যদি এই এলাকায় হয়, এতে কিন্তু জনবিস্ফোরণ ঘটবে। এই জনবিস্ফোরণের দায়ভার প্রশাসনকে নিতে হবে।„

এ সময় চট্টগ্রাম উত্তর জেলা যুবদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক (বহিষ্কৃত) রোকন উদ্দিনকে জঙ্গল সলিমপুরে অস্থিরতার জন্য দায়ী করে গত সোমবার র‍্যাব সদস্যরা কেন অভিযান পরিচালনা করেছেন, তা তদন্ত করে দেখার দাবিও জানান

তিনি। সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিকেল ৪টার দিকে জঙ্গল সলিমপুরে অভিযান চালানোর সময় সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হন র‍্যাব-৭-এর উপ-সহকারী পরিচালক (নায়েব সুবেদার) মোতালেব হোসেন ভুঁইয়া। বুধবার রাতে এ ঘটনায় সীতাকুণ্ড থানায় মামলা করে র‍্যাব। এতে প্রধান আসামি করা হয় মোহাম্মদ ইয়াসিনকে। মামলায় ইয়াসিন, নুরুল হক ভান্ডারীসহ ২৯ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া, অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয় আরো ২০০ জনকে। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, র‍্যাব সদস্যরা আসামি ধরতে গেলে তাদের ওপর সন্ত্রাসী মোহাম্মদ ইয়াসিনের নির্দেশে রামদা, কিরিচ ও লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা চালানো হয়। ছিনিয়ে নেওয়া হয় র‍্যাবের আটক করা এক আসামিকে। চার র‍্যাব সদস্যকে অপহরণ করে নিয়ে যান আসামিরা। পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশ তাদের উদ্ধার করে। চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ বোস্তামী থেকে দুই কিলোমিটার পশ্চিমে এশিয়ান উইমেনস ইউনিভার্সিটি। এর বিপরীতে লিংক রোডের উত্তর পাশে ৩ হাজার ১০০ একর জায়গায় জঙ্গল সলিমপুরের অবস্থান। সীতাকুণ্ড উপজেলায় হলেও নগরের কাছেই এই এলাকা। এলাকাটির পূর্ব দিকে রয়েছে হাটহাজারী উপজেলা এবং দক্ষিণে বায়েজিদ বোস্তামী থানা।

ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার দৈনিক প্রথম আলোর প্রতিবেদনে বলা হয়, জঙ্গল সলিমপুর দুর্গম পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় এটি হয়ে উঠেছে সন্ত্রাসীদের নিরাপদ আস্তানা। চার দশক ধরে সরকারি পাহাড় কেটে গড়ে উঠেছে কয়েক হাজার অবৈধ বসতি। এখনো পাহাড় কেটে চলছে প্লট-বাণিজ্য। এই বাণিজ্য ও দখল টিকিয়ে রাখতে এলাকাটিতে গড়ে তোলা হয়েছে সন্ত্রাসী বাহিনী। এলাকাটি সার্বক্ষণিক সশস্ত্র পাহারায় থাকে এসব সন্ত্রাসী। ২০২৫ সালের অক্টোবরে সেখানে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে একজন নিহত হন। পরের দিন সেখানে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সন্ত্রাসীদের হামলা ও মারধরের শিকার হয়েছিলেন দুই সাংবাদিক। পুলিশ ও জঙ্গল সলিমপুরের স্থানীয়রা জানান, জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় দুটি সন্ত্রাসীপক্ষ রয়েছে। একটি পক্ষের নেতৃত্বে রয়েছেন মোহাম্মদ ইয়াসিন এবং অপর পক্ষে রোকন উদ্দিন। ইয়াসিনের হুমকির ভিডিও,র বিষয়ে জানতে চাইলে সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, "ইয়াসিন তার আলী নগরের কার্যালয়ে বসে এই বক্তব্য দিয়েছেন। ইয়াসিনকে গ্রেফতারে আমাদের অভিযান অব্যাহত আছে।„ (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৩.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

স্বাধীন কমিটির হস্তক্ষেপ চেয়ে আইসিসিকে আবার চিঠি বিসিবির

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নিতে হলে বাংলাদেশকে আইসিসির নিয়মেই খেলতে হবে। ভারতে গিয়েই তাদের খেলতে হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে ২৪ ঘণ্টা সময় চেয়েছিল বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার ক্রিকেটারদের সঙ্গে বৈঠকের পর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল জানিয়ে দেন, ভারতে গিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে খেলা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে তারা বিশ্বকাপে অংশ নেবে না। এরপর বৃহস্পতিবার রাতে আইসিসিকে আরেকটি চিঠি দেয় বাংলাদেশ। সেখানে বলা হয়, বাংলাদেশের আবেদনটি আইসিসির স্বাধীন ডিসপিউট কমিটির কাছে যেন পাঠানো হয়। স্বাধীন আইনজীবীদের নিয়ে তৈরি এই কমিটি আইসিসির বিতর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করে। আইসিসি অবশ্য এখনো এই চিঠির কোনো উত্তর দেয়নি। পাশাপাশি, বাংলাদেশ মনে করিয়ে দিয়েছে, তারা বিশ্বকাপে অংশ না নিলে আইসিসি ২০ কোটি দর্শক হারাবে।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৩.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

ভবিষ্যৎ ভোটের মানদণ্ড স্থাপন করবে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন : প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচন বাংলাদেশে ভবিষ্যতের সব নির্বাচনের জন্য একটি মানদণ্ড স্থাপন করবে। বৃহস্পতিবার ঢাকার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় ঢাকায় সদ্যনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এ কথা বলেন। প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার আজ শুক্রবার সকালে এ তথ্য জানান। তিনি জানান, সাক্ষাতে আসন্ন সাধারণ নির্বাচন ছাড়াও অন্তর্বর্তী সরকারের অনুমোদিত শ্রম আইন, প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র শুল্ক চুক্তি এবং রোহিঙ্গা সংকটসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০১.২০২৬ আসাদ)

রোববার চার জেলায় নির্বাচনি জনসভায় অংশ নেবেন তারেক রহমান

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের তৃতীয় দিনের নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হয়েছে। আগামী রোববার সকাল থেকে দিনব্যাপী চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা ও নারায়ণগঞ্জে একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে তার। শুক্রবার বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। সূচি অনুযায়ী, রোববার সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম নগরীর হোটেল রেডিসনে আয়োজিত একটি `পলিসি ডায়ালগ,-এ অংশ নেবেন বিএনপি চেয়ারম্যান। এতে দলের নীতি-নির্ধারণী দিক, নির্বাচনকেন্দ্রিক পরিকল্পনা এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। এর পর বেলা ১১টায় চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক পলোগ্রাউন্ড ময়দানে একটি জনসমাবেশে বক্তব্য দেবেন তারেক রহমান। এই সমাবেশকে ঘিরে

চট্টগ্রাম মহানগর ও আশপাশের জেলা থেকে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের অংশগ্রহণের প্রস্তুতি চলছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। চট্টগ্রামের কর্মসূচি শেষে তিনি ফেনীর উদ্দেশে রওয়ানা হবেন। সেখানে ফেনী পাইলট কলেজ মাঠে আরেকটি জনসমাবেশে বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে। পরবর্তী কর্মসূচি হিসেবে কুমিল্লার তিনটি স্থানে পর্যায়ক্রমে জনসমাবেশে অংশ নেবেন বিএনপি চেয়ারম্যান। এসব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে চৌদ্দগ্রাম, সুয়াগাজী ও দাউদকান্দি এলাকায়। দিনের শেষ কর্মসূচি হিসেবে নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুর বালুর মাঠে একটি সমাবেশে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তারেক রহমানের। ওই সমাবেশ শেষে তিনি ঢাকার গুলশানে নিজ বাসভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০১.২০২৬ আসাদ)

দেশের কোনো জেলাই মেডিক্যাল কলেজবিহীন থাকবে না : ড. শফিকুর রহমান

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, উন্নত চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গের মানুষকে ঢাকামুখী হতে হয়, যা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। জামায়াত সরকার গঠনের সুযোগ পেলে দেশের কোনো জেলাই মেডিক্যাল কলেজবিহীন থাকবে না। ঠাকুরগাঁতেও একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হবে। শুক্রবার বিকেলে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় বড় মাঠে অনুষ্ঠিত নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন জামায়াত আমির। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর থেকে উত্তরবঙ্গ গরিব নয়, বরং ইচ্ছাকৃতভাবে এই অঞ্চলকে পিছিয়ে রাখা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন জামায়াতে ইসলামীর ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, সৎ মায়ের সন্তানের মতো উত্তরবঙ্গের সঙ্গে আচরণ করা হয়েছে। অথচ এই উত্তরবঙ্গই বাংলাদেশকে খাদ্য ও পুষ্টি সরবরাহ করে। শফিকুর রহমান বলেন, "উত্তরবঙ্গ থেকে আগামী দিনে আর কোনো বেকারের মুখ দেখতে চাই না আমরা। প্রত্যেক যুবক-যুবতী ও নাগরিককে মর্যাদার কাজের মাধ্যমে দেশ গড়ার কারিগর হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এ লক্ষ্যে বন্ধ থাকা চিনিকলগুলো চালু করে শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনা হবে।„ তিনি আরও বলেন, দেশবাসীকে বিপদের সময় ফেলে তারা কোথাও যাননি, ভবিষ্যতেও যাবেন না। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০১.২০২৬ আসাদ)

নির্বাচন বানচাল করতে গুপ্ত হামলা চালানো হচ্ছে : মির্জা ফখরুল

কেরানীগঞ্জে বিএনপি নেতা হাসান মোল্লাকে গুলির ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন বানচাল করতে এ ধরনের গুপ্ত হামলা চালানো হচ্ছে। শুক্রবার দুপুরে এক বিবৃতিতে তিনি এ মন্তব্য করেন। এর আগে, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকার কেরানীগঞ্জে দলীয় কার্যালয়ের সামনে কেরানীগঞ্জ মডেল উপজেলার হযরতপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাসান মোল্লাকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আওয়ামী স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠীর পতনের পর ঘাপটি মেরে থাকা দুষ্কৃতিকারীরা আবারও দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টিসহ নানা ধরনের অরাজকতা সংঘটিত করছে। "হাসান মোল্লার হামলাকারীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি দেওয়ার বিকল্প নেই। তা না হলে তারা আরও বড় ধরনের নাশকতা ঘটাতে পারে,„ বলেন তিনি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০১.২০২৬ আসাদ)

সারা দেশে হ্যাঁ ভোটের পক্ষে গণজোয়ার দেখছি : প্রেস সচিব

সারাদেশে গণভোটে `হ্যাঁ',-এর পক্ষে জনমতের জোয়ার দেখা যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। শুক্রবার সকালে ঢাকার ধামরাই উপজেলার সানোড়া ইউনিয়নের বাটুলিয়া এলাকায় বুচাই পাগলার মাজার পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন তিনি। তিনি বলেন, "মানুষ জানে, `হ্যাঁ', ভোটের মাধ্যমে দেশে আর স্বৈরাচার, অনাচার ও অত্যাচার ফিরে আসবে না। নাগরিকের অধিকার সুরক্ষিত থাকবে এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।„ শফিকুল আলম বলেন, "আমরা মনে করি, সারা বাংলাদেশে `হ্যাঁ', ভোটের জন্য একটা জোয়ার তৈরি হয়েছে। মানুষ বুঝে গেছে, `হ্যাঁ', ভোট দিলে ব্যাংকে রাখা টাকা নিরাপদ থাকবে, পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, আর রাষ্ট্র এমন একটি পথে চলবে, যেখানে মানুষের অধিকার অক্ষুণ্ন ও সমুন্নত থাকবে।„ (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০১.২০২৬ আসাদ)

ভোটকেন্দ্র দখল-সিল মারার পাঁয়তারা থাকলে আগেই ভুলে যান

১০ দলীয় জোটের ঢাকা-১১ আসনের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ভোটকেন্দ্র দখল, সিল মারার পাঁয়তারা থাকলে, সেই পাঁয়তারা আপনারা আগেই ভুলে যান। সেই পাঁয়তারা সফল হবে না। আমরা ভোটকেন্দ্র পাহারা দেবো, জনগণের প্রকৃত বিজয় নিয়ে আসবো। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টায় রাজধানীর শাহজাদপুর এলাকায় নির্বাচনি প্রচারণার গণমিছিলে একথা বলেন তিনি। নাহিদ ইসলাম বলেন, এই এলাকার প্রধান সমস্যা ট্র্যাফিক জ্যাম, গ্যাস সংকট, চাঁদাবাজ। আমরা সব সমস্যার সমাধান করবো। এই এলাকার অনেক মাঠ দখল হয়ে আছে। আমরা এসব মাঠ উদ্ধার করবো, সেখানে আমাদের শিশুরা খেলাধুলা করবে। তিনি বলেন, আমরা

বাংলাদেশের মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিতে চাই, গণ-অভ্যুত্থানের পর আমরা মাঠ থেকে সরি নাই, আমাদের মাঠ থেকে সরানো যায় নাই। জীবন থাকতে মাঠ থেকে সরবো না। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০১.২০২৬ আসাদ)

জামায়েতে ইসলামের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিগত সম্পর্ক একটি আশনি সংকেত : ফরহাদ মজহার

বিশিষ্ট কবি ও চিন্তক ফরহাদ মজহার বলেছেন, জামায়াতে ইসলামের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিগত সম্পর্ক থাকা একটি ভয়ংকর অশনিসংকেত। শুক্রবার সকালে রাজধানীর প্রেসক্লাবে দেশব্যাপী `গ্যাস, বিদ্যুৎসহ বিশুদ্ধ পানির সংকট, নাগরিক সমাজের করণীয়, শীর্ষক আলোচনা সভায় এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি। গণ-অভ্যুত্থান সুরক্ষা মঞ্চ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মজহার অভিযোগ করে বলেন, গাজায় তথাকথিত `স্ট্যাবিলাইজেশন ফোর্স, পাঠানোর বিষয়ে জামায়াত কোনো আপত্তি তোলেনি। সম্প্রতি বিদেশি সংবাদ মাধ্যমে খবর হয়েছে, জামায়াতের সঙ্গে `বন্ধুত্ব চায়, যুক্তরাষ্ট্র। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ক্ষমতায় যেতে পারলে জামায়াত যদি বাংলাদেশে শরিয়াহভিত্তিক কিছু চাপিয়ে দেয় কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের পছন্দ নয় এমন কোনো পদক্ষেপ নেয়, তাহলে দেশটি কী ব্যবস্থা নেবে, সেসবও কূটনীতিকরা ভেবে রেখেছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০১.২০২৬ আসাদ)

ক্ষমতায় গেলে জনবান্ধব দেশ গড়ে তুলবো : ডা. শফিকুর রহমান

সরকার গঠন করলে জনবান্ধব দেশ গড়ে তোলা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। শুক্রবার বিকেল সোয়া ৩টায় দিনাজপুরের গোর এ শহিদ ময়দানের দক্ষিণ অংশে পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সামনে হেলিপ্যাড মাঠে ১০ দলীয় নির্বাচনি ঐক্য আয়োজিত সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, দিনাজপুরবাসীর সঙ্গে সৎ ভাইয়ের মতো আচরণ করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন পৌরসভাকে সিটি করপোরেশন করা হলেও, প্রাচীন পৌরসভা হওয়ার পরও দিনাজপুরকে সিটি করপোরেশন করা হয়নি। আপনাদের বিশ্বস্ততার সঙ্গে বলছি, জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠন করলে দিনাজপুরকে সিটি করপোরেশন করা হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০১.২০২৬ আসাদ)

সেনা অভিযানে ৭ দিনে গ্রেফতার ২৭৮

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথ অভিযানে সাত দিনে ২৭৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এসময় তাদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর আইএসপিআর-এর পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। আইএসপিআর জানায়, দেশের চলমান পরিস্থিতিতে সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব, শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৬ জানুয়ারি থেকে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদাতিক, ডিভিশন ও স্বতন্ত্র ব্রিগেডের অধীনস্থ ইউনিট কর্তৃক অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বয়ে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বেশকিছু যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসব অভিযানে সন্ত্রাসী, মাদক কারবারি, মাদকাসক্ত, ডাকাত সদস্য, কিশোর গ্যাং, চোরাকারবারিসহ মোট ২৭৮ জন সন্দেহভাজন অপরাধীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারদের কাছ থেকে ২২টি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, ৮২২ রাউন্ড বিভিন্ন ধরনের গোলাবারুদ, ৭টি ককটেল, দেশীয় অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতারদের প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ এবং আইনি কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। আইএসপিআর আরও জানায়, দেশব্যাপী জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়মিত টহল কার্যক্রম ও নিরাপত্তা অভিযান পরিচালনা করছে। পাশাপাশি, শিল্পাঞ্চলে উদ্ভূত শ্রমিক অসন্তোষ নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনী যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০১.২০২৬ আসাদ)

কিশোরগঞ্জে পেট্রোল পাম্পে আগুন লেগে দগ্ধ ৪

কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরে একটি পেট্রোল পাম্পে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগে চারজন দগ্ধ হয়েছেন। তারা হলেন- মো. রাজিব, মো. রিয়াদ, মো. হারুন ও মো. রহমত উল্লাহ। ঢাকায় জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে দগ্ধ চারজনকে। শুক্রবার ভোরের দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে দগ্ধ অবস্থায় চারজনকে উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে আনা হয়। দগ্ধ চারজনকে ঢাকায় নিয়ে আসা শরীফ জানান, বাজিতপুর সরারচর পেট্রোল পাম্পে হঠাৎ বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। পরে দগ্ধ চারজনকে উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসলে তাদের ভর্তি করা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০১.২০২৬ আসাদ)

শিশু নির্যাতনের ঘটনায় স্কুলের ব্যবস্থাপক গ্রেফতার

রাজধানীর নয়াপল্টনে শারমিন অ্যাকাডেমি নামে একটা স্কুলে শিশু নির্যাতনের ঘটনায় স্কুলটির ব্যবস্থাপক পবিত্র কুমার বড়ুয়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার ভোরে মিরপুরের একটি বাসা থেকে পল্টন থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। মতিঝিল বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ হারুন-অর-রশিদ জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, গত রোববার নয়াপল্টন এলাকার মসজিদ রোডে অবস্থিত শারমিন অ্যাকাডেমি নামে স্কুলটিতে শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে দেখা যায়, একটি অফিস কক্ষে স্কুলের পোশাক পরা এক শিশুকে নিয়ে ঢোকেন এক নারী। শিশুটিকে প্রথমে ওই নারী চড় দেন। এরপর শিশুটির ওপর চড়াও হন, আগে থেকেই অফিস কক্ষে থাকা এক পুরুষ। ওই পুরুষ কখনও শিশুটির গলা চেপে ধরছিলেন, কখনও মুখ চেপে ধরছিলেন। তার হাতে স্টেপলার ছিল। শিশুটি কখনও কাঁদছিল, কখনও অস্থির অস্থির করছিল। ওই নারী হাত ধরে তাকে আটকে রাখছিলেন। এক পর্যায়ে শিশুটি ওই নারীর শাড়িতে থুতু ফেললে, পুরুষটি শিশুটির মাথা শাড়িতে থুতু ফেলার জায়গায় ঠেসে ধরেন এবং সেই অবস্থায় কয়েকবার শিশুর মাথায় ঝাঁকি দেন। এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার পল্টন মডেল থানায় মামলা করেন শিশুটির মা। মামলায় `শারমিন কিন্ডারগার্টেন অ্যাকাডেমির, প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক শারমিন জাহান ও ব্যবস্থাপক পবিত্র কুমারকে আসামি করা হয়। তারা স্বামী-স্ত্রী।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০১.২০২৬ আসাদ)

আইজিপির অনুমতি ছাড়া কর্মস্থল ছাড়তে পারবেন না পুলিশ কর্মকর্তারা

পুলিশ সদর দপ্তরের পূর্বানুমতি ছাড়া কোনো ইউনিট প্রধানের কর্মস্থল ত্যাগকে `শৃঙ্খলাবহির্ভূত, কাজ হিসেবে উল্লেখ করে, এ বিষয়ে `কড়াকড়ি, নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি পুলিশ সদর দপ্তরের পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট-১ শাখার অতিরিক্ত ডিআইজি খন্দকার শামিমা ইয়াসমিন স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। চিঠিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি লক্ষ্য করা গেছে, কোনো কোনো ইউনিট প্রধান পুলিশ সদর দপ্তরের অনুমতি ছাড়াই কর্মস্থল ত্যাগ করছেন। বিষয়টি শৃঙ্খলা পরিপন্থি উল্লেখ করে, ছুটি অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কর্মস্থল ত্যাগের আগে ইউনিট প্রধানদের অবশ্যই আইজিপির পূর্বানুমতি গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। চিঠিটি ডিএমপি কমিশনার, র‍্যাব মহাপরিচালক, এসবিসহ পুলিশের সব ইউনিট প্রধান, সব রেঞ্জ ডিআইজি, মেট্রোপলিটন পুলিশের সব কমিশনার এবং দেশের সব জেলার পুলিশ সুপারদের কাছে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সদর দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ বাহিনীর শৃঙ্খলা ও কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ইউনিট প্রধানদের দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিত করা জরুরি। এ কারণে ভবিষ্যতে নির্দেশনা অমান্য করে কর্মস্থল ত্যাগ করলে তা শৃঙ্খলা ভঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০১.২০২৬ আসাদ)

জাতীয় পার্টিকে নিয়ে নির্বাচন মানা হবে না : জুলাই মঞ্চ

জাতীয় পার্টিকে সঙ্গে নিয়ে কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা তা মেনে নেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জুলাই মঞ্চের আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম তালুকদার। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলই ছিল জুলাই অভ্যুত্থানের বিরোধী শক্তি। এসব শক্তিকে পরাজিত করেই আমরা আন্দোলন এগিয়ে নিয়েছি। শুক্রবার বিকেল ৪টায় রাজধানীর শাহবাগে জুলাই মঞ্চ আয়োজিত `বাংলাদেশ সুরক্ষা সমাবেশে, তিনি এসব কথা বলেন। সমাবেশে আরিফুল ইসলাম তালুকদার বলেন, ২০২৪ সালে যে রাজনৈতিক শক্তিকে পরাজিত করে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল, সেই শক্তির সহযোগী কোনো দলের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দল একই নির্বাচনে অংশ নিতে পারে না। এমন নজির স্থাপন করা হলে, তা হবে নগ্ন বিশ্বাসঘাতকতা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০১.২০২৬ আসাদ)

আমাদের ধোঁকা দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন পূরণ হবে না : চরমোনাই পীর

একটি দলকে উদ্দেশ্য করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেছেন, ইসলামী আন্দোলন এমপি-মন্ত্রিত্বের জন্য রাজনীতি করে না। আমরা রাজনীতি করি এ দেশ ও মানুষের কল্যাণ ও ইনসাফের জন্য। কিন্তু, তারা আমাদেরকে ধোঁকা দিয়ে, প্রতারিত করে ক্ষমতায় যাওয়ার যে স্বপ্ন দেখেছে, আমার মন বলছে সেই রঙিন স্বপ্ন পূরণ হবে না। শুক্রবার বিকেল ৪টায় সোনারগাঁয়ে নির্বাচনি জনসভায় তিনি এসব কথা বলে। মুফতি রেজাউল করীম বলেন, "আমাদের ইসলামি ঐক্য গড়ার এই উদ্যোগকে সারা দেশের মানুষ আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করে। এক পর্যায়ে সবাই আমাদের উদ্যোগের প্রতি ঝুঁকেও পড়েছে। আমরা যখন ভালোভাবে এগোচ্ছিলাম, হঠাৎই স্বার্থান্বেষী কিছু দল ইসলামের এক বাক্সকে ব্ল্যাকমেইল করে, আমাদের ধোঁকা দিয়ে, প্রতারণার মাধ্যমে এটাকে ছিনিয়ে নিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখে। এই ক্ষমতায় যাওয়ার রঙিন স্বপ্ন নিয়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় তাদেরকে বলতে শুনেছি যে, শরিয়াহ আইন বাস্তবায়ন করবে না। তারা প্রচলিত নিয়মনীতিতেই দেশ পরিচালনা করবে, যা আমাদের জন্য সম্ভব না।„ (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০১.২০২৬ আসাদ)

তরুণদের কর্মসংস্থান, বস্তিবাসীর পুনর্বাসনে কাজ করবে বিএনপি

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বস্তিবাসীর পুনর্বাসনসহ নানা সামাজিক সমস্যা সমাধানে কাজ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শুক্রবার রাজধানীর ভাসানটেকে এক নির্বাচনি জনসভায় তিনি এসব প্রতিশ্রুতি দেন। তারেক রহমান বলেন, দেশে দীর্ঘ

আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্যদিয়ে স্বৈরাচারের পতন ঘটেছে। এখন সময় দেশ গঠনের। স্বৈরাচারী শাসনের কারণে, দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন করতে হলে জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধির প্রয়োজন রয়েছে। আমি, তুমি ও ডামির নির্বাচন যখন হয়েছিল, তখন সাধারণ মানুষ তাদের সমস্যা নিয়ে জনপ্রতিনিধির কাছে যেতে পারেনি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে। একইসঙ্গে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে, যোগ করেন তিনি। জনসভায় উপস্থিত মানুষের উদ্দেশ্যে তারেক রহমান বলেন, তিনি জনগণের মুখ থেকেই তাদের সমস্যার কথা জানতে চান। তার প্রত্যাশা, আগামী দিনে প্রত্যেক জনপ্রতিনিধি জনগণের কাছে যাবেন, তাদের কথা শুনবেন ও সমস্যা সমাধানে কাজ করবেন। নিজের পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, কৃষকদের জন্য বিশেষ কার্ড চালু এবং সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করে কৃষির উন্নয়নে কাজ করবে বিএনপি। পাশাপাশি, যুবকদের জন্য প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হবে, যাতে তারা দেশে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে পারে, বিদেশে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে পারে কিংবা নিজ উদ্যোগে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০১.২০২৬ আসাদ)

দাম নিয়ে `অরাজকতার, পর এলপিজি আমদানিতে বিপিসির তোড়জোড়

সরকারের অনুমতির পর তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস এলপিজি আমদানির জন্য উৎস নিশ্চিত করতে সাত দেশের ৯ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি)। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে বিপিসি পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি করে থাকে। ২১ জানুয়ারি বিপিসির ঊর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক মণিলাল দাস এ চিঠি দেন। প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে- সিঙ্গাপুরের পেট্রো চায়না ইন্টারন্যাশনাল (সিঙ্গাপুর) প্রাইভেট লিমিটেড, পিটিটি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড, ইউনিপেক সিঙ্গাপুর প্রাইভেট লিমিটেড, মালয়েশিয়ার পিটিএলসিএল, ইন্দোনেশিয়ার বিএসপি-জাপিন, কুয়েতের কেপিসি ট্রেডিং লিমিটেড, সংযুক্ত আরব আমিরাতের এমিরেটস ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানি (ইনোক), থাইল্যান্ডের ওকিউ ট্রেডিং লিমিটেড এবং ভারতের ইন্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন লিমিটেড (আইওসিএল)। তবে বিপিসির এ উদ্যোগের বেশ আগেই এলপিজির দাম নিয়ে সারা দেশে অরাজকতা চলছে। সরকার নির্ধারিত দামে এলপিজি সিলিন্ডার মিলছে না কোথাও। এমনকি দ্বিগুণ দামেও এলপিজি সিলিন্ডার পাওয়া যাচ্ছে না বলে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে অভিযোগ আসছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০১.২০২৬ আসাদ)

মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে : প্রেস সচিব

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মোহাম্মদ শফিকুল আলম বলেছেন, দেশের মানুষ গত ১৬ বছর ভালো নির্বাচন দেখেনি। সেই আক্ষেপ ঘুচিয়ে এবার মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি একটি ঐতিহাসিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। শুক্রবার বিকেলে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার গড়পাড়া ইমামবাড়ি মাজার পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। প্রেস সচিব বলেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। নির্বাচন নিয়ে কোনো শঙ্কার অবকাশ নেই। বড় দলগুলো যেখানেই প্রচারণায় যাচ্ছে, সেখানেই লাখ লাখ মানুষের উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে। এতেই প্রমাণিত হয় জনগণ কতটা আগ্রহ নিয়ে ভোটের অপেক্ষায় আছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০১.২০২৬ আসাদ)

BBC

TRUMP'S CLAIM ON NATO ROLE IN AFGHANISTAN SPARKS OUTRAGE IN UK

Donald Trump's claim that NATO troops stayed "a little of the front lines" during the war in Afghanistan has sparked outrage in the UK from politicians and veterans families. Government minister Stephen Kinnock told the BBC he was "disappointed" by the US president's remarks, while Conservative leader Kemi Badenoch described them as "flat-out nonsense". The mother of severely injured soldier Ben Parkinson said Trump's comments were the "ultimate insult". The UK was among several allies to join the US in Afghanistan from 2001, after it invoked NATO's collective security clause following the 9/11 terror attacks. Four-hundred and fifty-seven British service personnel were killed in the conflict.
(BBC News Web Page: 23/01/26, FARUK)

TRUMP WITHDRAWS CANADA'S INVITE TO BOARD OF PEACE

US President Donald Trump has withdrawn an invite for Canada to join his newly constituted Board of Peace, in the latest spat between the North American neighbours. "Please let this Letter serve to represent that the Board of Peace is withdrawing its invitation to you regarding Canada's joining," Trump said on Truth Social in a post addressed to Prime Minister Mark Carney, who made headlines this week when he warned of a "rupture" in the US-led global order. Canada had indicated that while it would not pay to be on the board, it would join. Meanwhile, EU chief Antonio Costa said European leaders have serious doubts about the scope of the board, but were willing to work with the body in Gaza.

(BBC News Web Page: 23/01/26, FARUK)

PAKISTAN MALL FIRE DEATH TOLL JUMPS TO 67

The death toll in a fire which engulfed a shopping centre in Pakistan has climbed to 67, police have confirmed. Police say 77 people are currently reported as missing by their families following the fire at Gul Plaza, in Pakistan's largest city Karachi, on Saturday morning. But the scale of the damage following the blaze - which took more than 24 hours to put out - has slowed rescue efforts, as authorities comb the remains of the 6,500sq m complex. While some of the bodies found are only partial remains, authorities had been able to count 67 skulls, the deputy commissioner of police told the BBC. The process to identify the bodies continues, with 15 people identified so far.

(BBC News Web Page: 23/01/26, FARUK)

US UNVEILS PLANS FOR 'NEW GAZA' WITH SKYSCRAPERS

The US has unveiled its plans for a "New Gaza" that would see the devastated Palestinian territory rebuilt from scratch. Slides showed dozens of skyscrapers stretching along the Mediterranean coast and housing estates in the Rafah area, while a map outlining the phased development of new residential, agricultural and industrial areas for the 2.1 million population. They were presented during a signing ceremony at the World Economic Forum in Davos for President Donald Trump's new Board of Peace, which is tasked with ending the two-year war between Israel and Hamas and overseeing reconstruction. "We're going to be very successful in Gaza. It's going to be a great thing to watch," Trump declared.

(BBC News Web Page: 23/01/26, FARUK)

US BRACES FOR 'EXTREMELY DANGEROUS' WINTER STORM

More than 160 million Americans are expected to face an unusually brutal winter storm from Friday, with heavy snows and freezing rains forecast. The storm is expected to sweep through much of the United States, leaving "extremely dangerous" conditions in its wake as it tracks eastwards from the High Plains and Rockies, the National Weather Service (NWS) said. It warned that the Arctic blast will bring sub-zero temperatures and wind chills, which "pose a life-threatening risk of hypothermia and frostbite to exposed skin". US transportation officials, including airport authorities in several major cities, have warned of weekend travel disruption, delays and cancellations. (BBC News Web Page: 23/01/26, FARUK)

UN TO TAKE OVER AL-HOL CAMP FOR IS FAMILIES IN SYRIA AFTER UNREST

The United Nations (UN) says it will take over management of a camp in north-eastern Syria holding thousands of people with alleged links to the jihadist group Islamic State (IS). It comes after Kurdish-led forces that had been running the camp withdrew in the face of an advance by Syrian government forces, triggering unrest that forced aid agencies to suspend operations. Residents were reported to have rushed camp perimeters in an apparent attempt to escape, prompting unrest and looting. A ceasefire agreement has brought much of Syria's north-east under the control of Damascus, ending years of autonomous Kurdish rule.

(BBC News Web Page: 23/01/26, FARUK)

US OFFICIALLY LEAVES WORLD HEALTH ORGANIZATION

The US has officially withdrawn from the World Health Organization (WHO), leaving the UN agency without one of its biggest donors. US President Donald Trump signed an executive order signalling the withdrawal a year ago, having criticized the organization for being too "China-centric" during the Covid pandemic. The US Department of Health and Human Services said it took the decision due to the WHO's alleged "mishandling" of the pandemic, an inability to reform and political influence from member states. The WHO has rejected these claims and its director general Tedros Adhanom Ghebreyesus said the withdrawal was as a loss for the US and the world. (BBC News Web Page: 23/01/26, FARUK)

FATHER AND SON AMONG FOUR PEOPLE KILLED BY RUSSIAN DRONE STRIKE

Four people, including a five-year-old boy, have been killed in a Russian drone strike in Ukraine, the Ukrainian emergency services says. It says the attack occurred in a private residential area in the village of Cherkaske, in the Kramatorsk district of eastern Ukraine. It adds that the bodies of two people, including a child, were recovered by emergency workers from the rubble of a destroyed house. The Donetsk Regional Prosecutor's Office adds that two of the people killed were a 32-year-old man and his 5-year-old son, with a further five people injured - including the deceased child's mother.

(BBC News Web Page: 23/01/26, FARUK)

TALIBAN RELEASE FEMALE ATHLETE, 22, AFTER 13 DAYS IN JAIL

A 22-year-old Afghan woman who was reportedly running a taekwondo gym for girls has been released after spending 13 days in jail, a spokesman for the Taliban's Supreme Court confirmed. Khadija Ahmadzada was detained for being in "violation" of rules "regarding women's sports gyms", a spokesman for the Taliban's ministry of vice and virtue told the BBC. Sports clubs have been closed to women since 2021, shortly after the Taliban returned to power. At the time, it was said they would reopen once a "safe environment" - which does not contravene the Taliban's strict interpretation of Islamic law - had been established.
(BBC News Web Page: 23/01/26, FARUK)

:: THE END::